آب حیات

احسان اللہ خان

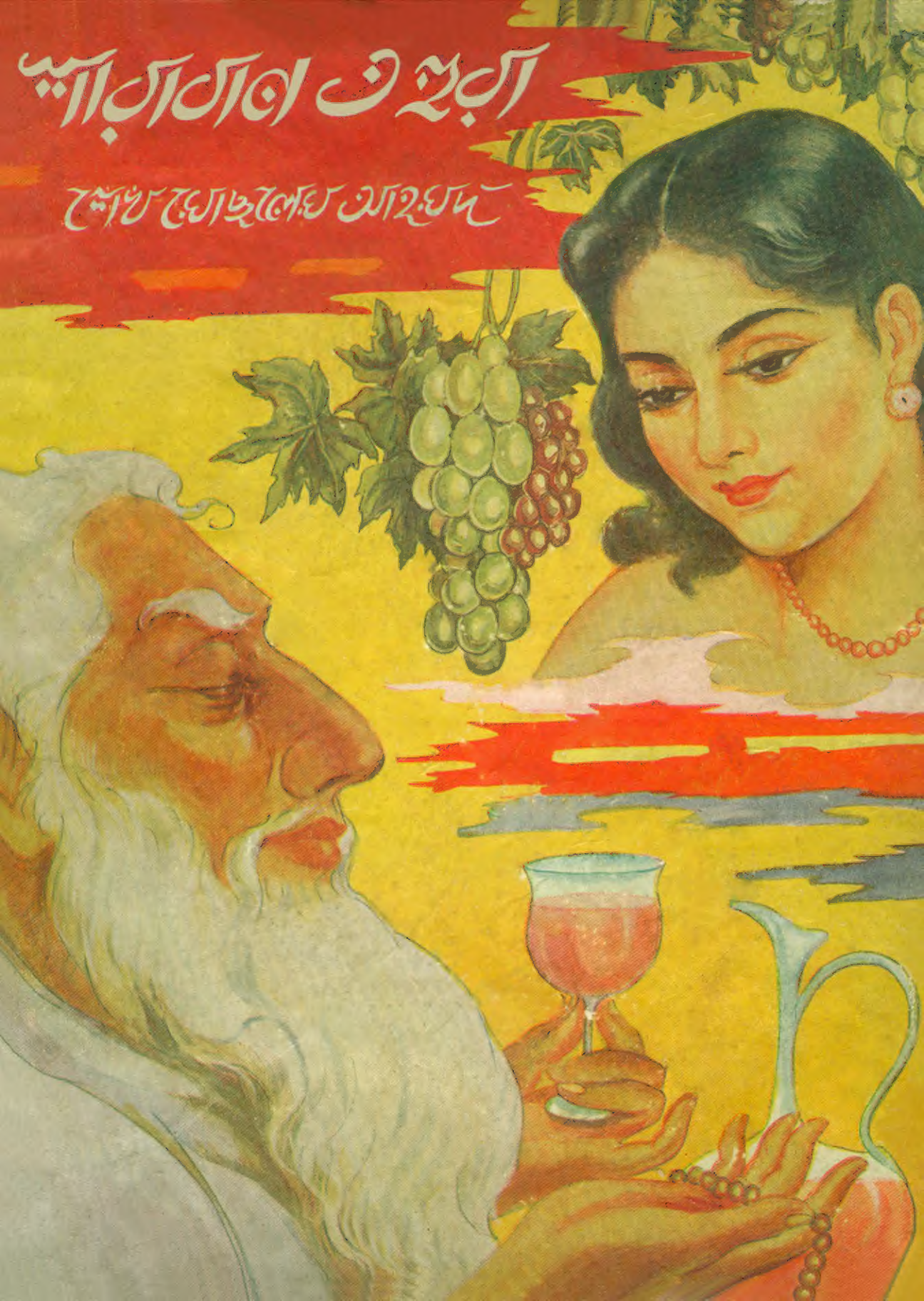

پاکستان زندہ باد

আবহমান বাংলা

শেখ দেলোয়ার হোসেন

ফেভারিট বুকস্,
৫১, ডি. আই. টি. মার্কেট,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১।

প্রকাশনায় ঃ
ফেভারিট বুক্‌স্‌,
৫১, ডি. আই. টি. মার্কেট,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১ ॥

পরিবর্তিত শোভন সংস্করণ ১৯৬৫ ॥

মূল্য ঃ ১২৫·০০ টাকা মাত্র ॥
এক শত পঁচিশ টাকা মাত্র ॥

চিত্রাঙ্কনে ঃ
কাজী আবুল কাসেম ॥
সহযোগিতায় ঃ
এস, এম, আহমদ ॥

ব্লক নির্মাণে ঃ
লিঙ্কম্যান এ্যাণ্ড কোং, ঢাকা—১ ॥
ঈস্ট এণ্ড প্রসেস্‌ ওয়ার্কস্‌, ঢাকা—১ ॥

মুদ্রণে ঃ
এস, এম, আহমদ ॥
ফেভারিট প্রিন্টার্স,
২৩ / ২৪, ডি. আই. টি. মার্কেট,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা—১ ॥

کہانی

যাঁদের মন পবিত্র ও
পার্থিব কামনা-বাসনার ঊর্দ্ধে বিরাজমান
কেবলমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে উৎসর্গিত।

আরজ

"শারাবান তহুরা" আরবী কথা। কোরাণ মজিদের ছুরা দহরের একুশ আয়েতে শারাবান তহুরা শব্দ দু'টী বড়ই সুমিষ্ট শোনায় এবং বার বার প'ড়তে ইচ্ছা হয়। শারাব কথার অর্থ পানীয়; যদিও মদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। "তহুরা" অর্থাৎ পবিত্র। বেহেশ্‌ত্‌-বাসীরা তাঁদের সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত আনন্দের ঝরণা থেকে যে শুভ্র ও সুস্বাদু পানীয় পান ক'রবেন তাকেই আমরা "শারাবান তহুরা" বলে জানি। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ একে অমৃত বলা হয়। কিন্তু এই "শারাবান তহুরা" বা অমৃত যে সত্যিকার কোন দর্শন-যোগ্য বা স্পর্শ-যোগ্য পদার্থ কি না অথবা এটা আত্মিক জগতের কোন রূপক উপমা কি না তা নিয়ে যথেষ্ট ভাববার আছে।

বিখ্যাত মুছলিম দার্শনিক ও ছুফী ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর "মিশকাতুল আন্‌ওয়ার" নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"সম্ভবতঃ খোদা এমন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই যার অনুরূপ সৃষ্টি এই মাটির পৃথিবীতেও নাই।" তাঁর এ উক্তির সমর্থন কোরাণ মজিদেও আছে। এই প্রসঙ্গে অনেক বড় বড় দার্শনিকদের কতকগুলি বইপত্র ঘাটাঘাটি ক'রে কোন ফল পাইনি। মনের জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ বেড়েই চ'লেছিল।

এরপর আমি একজন ছদ্মবেশী ছুফীর সাহচর্য্য লাভের সুযোগ পাই। তার সঙ্গে কিছুদিন অবস্থান ক'রবার সৌভাগ্য লাভ করি এবং বহুদিন যাবৎ শতাধিক পত্র বিনিময়ও হয়। এসব ছাড়াও আমি তাঁরই নির্দেশিত পথে ধর্ম্ম-জীবনে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছি, তাতে এইটুকুই বুঝেছি যে, মানব জীবনে একমাত্র প্রেমই সত্য ও অমর। ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) দার্শনিক সত্যের সমর্থনও আমি এখানে পেয়েছি ব'লে বিশ্বাস করি। দুনিয়াতে "শারাবান তহুরার" অনুরূপ সৃষ্টি যদি কিছু থাকে তবে তা প্রেম।

প্রেম একটী তীব্র আকর্ষণী শক্তি বিশেষ; কিন্তু সে শক্তি নির্মম নহে। সে আকর্ষণ বড় প্রীতিকর ও মধুর। প্রেমের কোন সংজ্ঞা, কোন নিয়ম, কানুন বা শৃঙ্খলা নেই। প্রেমে নারী, পুরুষ, কামনা কিছুই নেই। নারী-পুরুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আমরা অনুভব করি সেটা দৈহিক কামনা মাত্র। এতে প্রেমের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকতেও পারে আবার নাও পারে। কামনা ও প্রেমের সংমিশ্রণ যখন হয় তখন এই মাটির পৃথিবীকেও মানুষ বেহেশ্‌ত্‌ মনে করে। আর মানুষ যখন কেবল মাত্র কামনার জন্য লালায়িত হ'য়ে ওঠে তখন তার সাথে পশু-পাখীর কোন তফাৎ থাকে না।

আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'লেও নারী-পুরুষের প্রেমের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। আমার মতে যে পুরুষ কখনও কোন নারীকে অথবা যে নারী কখনও কোন পুরুষকে গভীরভাবে ভালবাসতে পারেনি, সে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমকে অনুভব ক'রতে অক্ষম। তবে একথাও অত্যন্ত সত্য যে, যতক্ষণ অন্য কোন কিছুরই প্রতি আকর্ষণ বা প্রেম থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের স্ফুরণ হয় না। আবার আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম পরিপক্ক হ'লে আল্লাহ্‌র যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর প্রতি প্রেম বিস্তৃত হয়।

প্রেমের পথ অত্যন্ত কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হ'লেও অগম্য নহে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অর্থাৎ শরীয়তের মাধ্যমে যখন মানুষ প্রেম সাধনা করে তখন তার বিপথগামী হবার ভয় থাকে না। তবে যারা ধর্মজীবনে শরীয়তের অন্তর্নিহিত নির্যাসের (প্রেম) প্রতি উদাসীন থেকে কেবল মাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দাস হ'য়ে পড়ে তাদের অবস্থা "কাবুলিওয়ালার নারিকেল খাওয়ার" মতই। তারা নারিকেলের ছোবড়া চুষেই হয়রাণ হয়; নারিকেলের ভিতরকার শাঁস ও রসের আস্বাদ তারা পায় না। যাঁরা জীবনে একটিবারও সত্যিকার প্রেমের পরশ ও নিদর্শন লাভ ক'রেছেন তাঁরা কখনও সে স্মৃতি ভুলতে পারবেন না। বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে তাঁর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপই সৃষ্টি ক'রেছেন ও সমগ্র সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান ক'রেছেন। প্রকৃতপক্ষে

প্রেম হ'তেই মানুষের সৃষ্টি ও প্রেমেই তার পরিসমাপ্তি। এইটাই ইছলামের অন্তর্নিহিত সত্য। ছুফীবাদেরও মূল কথা এই। প্রেমের আধিক্য হ'লে মানুষ সশরীরে বিলীন হ'য়ে যেতে পারে। হজরত মনছুর হাল্লাজ যখন নিজেকে "আনাল্ হক্" ব'লেছিলেন তখন তিনি নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র পবিত্র "নূর" ও তাঁর মধ্যে তখন কোন পার্থক্যই ছিল না। আল্লাহ্ সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে বিরাজমান, একথা ভাবলে রোমাঞ্চিত হবার কথা; কিন্তু সেভাবে আমরা ভাবতে পারি না। মানুষ এ নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে যাতে তার পার্থিব কর্ত্তব্য ভুলে না যায় সে জন্য ইছলাম শরীয়তের বিধান আরোপ ক'রেছে।

চরিত্র গঠন ব্যতিরেকে প্রেমের অনুভূতি লাভ অসম্ভব। নামাজ, রোজা, প্রভৃতি ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ও যাবতীয় সৎকর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। মানব-চরিত্রের উন্নতি সাধনেই মানব-জীবনের উৎকর্ষ ও সাফল্য। চরিত্র কথার অর্থ অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। সাধারণতঃ যে ব্যক্তি কোন কুকাজ করে না তাকে আমরা চরিত্রবান বলি; কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি ত্যাগী ও পরোপকারী না হয় তবে তাকে পূর্ণ চরিত্রের লোক বলা যায় না। মানুষের মধ্যে যতগুলি সৎগুণ থাকা সম্ভব তার সবগুলিই যখন কোন ব্যক্তি অর্জ্জন ক'রতে পারেন তখনই তিনি পূর্ণ চরিত্রের অধিকারী।

আল্লাহ্‌র প্রেমিক কখনও নিকর্ম্মা বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। মানুষকে চরিত্রবান, স্বচ্ছল ও সুখী ক'রে গ'ড়ে তোলাই প্রেমিকের কাজ। যাঁরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসবেন মানুষ তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর সৃষ্ট জীবকে, বিশেষ ক'রে মানুষকে ভালবাসবেন। মানুষকে ভালবাসা আর নিজের পুত্র-কন্যাকে ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এদিক দিয়ে হজরত রছুলাল্লার (দঃ) অপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত আর নাই।

আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই বিরাজমান যদিও তাঁর বাইরেও তিনি আছেন। দুধের মাঝে ঘি আছে; কিন্তু সে ঘি আমরা দেখি না যতক্ষণ পর্য্যন্ত কয়েকটী প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ না করি। তেমনি সৃষ্টির মাঝে যে স্রষ্টা বিদ্যমান এ সত্য উপলব্ধি ক'রতে হ'লেও কতকগুলি

নিয়ম কানুন মান্‌তে হয়। আর সেসব নিয়ম কানুনের সর্ব্বপ্রথম কথাই হ'লো চরিত্র গঠন।

যে সময় "শারাবান তহুরা" লিখি তখন আমি ভিন্ন জগতের লোকই ছিলাম। ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে আমার জীবনে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন আসে। সমুদয় বিলাস সামগ্রী ও ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ক'রে সাদা খান কাপড়ের লুঙ্গি ও কামিজ ব্যবহার শুরু করি। নামাজ, অজিফা ও কোরাণ শরীফ প'ড়েই সময় কাটাতাম আর ৪/৫ ঘন্টা মাত্র ঘুমাতাম। তারপর ১৯৪৫ সালের কোনো এক শুক্রবারে জুমার নামাজের জন্য ঘর থেকে পা বাড়িয়েই "শারাবান তহুরা"র প্রথম চারিটি লাইন আমার মনে আসে এবং নামাজ থেকে ফিরে এসে খাতায় লিখে রাখি। সর্ব্বশেষ চতুষ্পদীটি লেখা হয় সম্ভবতঃ ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে যখন দিল্লীতে ইম্পিরিয়েল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী ক'রতাম। সব-চেয়ে মর্ম্মন্তুদ চতুষ্পদীগুলি দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে অবস্থানকালেই লেখা। এর মাঝে এমন কয়েকটী চতুষ্পদী আছে যা লিখে আমি সঙ্গে সঙ্গেই আয়েতে শেফার মত অত্যাশ্চর্য্য ফল পেয়েছিলাম। মানুষের আত্মার গভীরতম স্থান থেকে যখন খোদার স্মৃতি উদ্ভূত হয় তখন খোদা সাড়া না দিয়ে কিছুতেই পারেন না।

"শারাবান তহুরা" কোনদিন হয়ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হোতো না যদি মরহুম এস্, ওয়াজেদ আলি, বার, এ্যাট, ল, (সাহিত্যিক) সাহেব আমাকে উৎসাহিত না ক'রতেন। তারপর এর পাণ্ডুলিপিখানা পাঠানো হয় মরহুম কবি গোলাম মোস্তফার সাহেবের কাছে ১৯৪৭ সালে ফরিদপুরে। তিনি আমাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখে উৎসাহিত করেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ঢাকাতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব পাণ্ডুলিপিখানা প'ড়েই আমাকে "বাংলার উমর খৈয়াম" ব'লে আখ্যায়িত করেন। সব-শেষে বইখানা ছাপা হ'য়ে যাবার পর ১৯৫৫ সালে মরহুম ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব অপ্রত্যাশিত ভাবে ও আমার অজ্ঞাতসারে মাহেনও পত্রিকায় এর সমালোচনা লিখে আমাকে চিরঋণী ক'রে রেখেছেন।

শেখ মোছলেম আহমদ

কবির আরজ পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, কবি সুফী মতবাদের অনুসারী। তাঁহার রুবাইয়াৎগুলি ইশ্‌ক্ সাদেকী ও ইশ্‌ক্ হাকিকী স্তরের রচনা। এই শ্রেণীর রচনা আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষায় বহু আছে; কিন্তু বাঙলা ভাষায় ছিল না। ইনি সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ।

ইশ্‌ক্ সাদেকী ও ইশ্‌ক্ হাকিকী স্তরের আরও অনেক কবি—কবি রাদ্, কবি খুর্শীদ, কবি কমর, কবি পার্সা, কবি হাফিজ ফার্সী ও উর্দু ভাষায় আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে মাতোয়ারা হইয়া যে ধরণের রুবাইয়াৎ লিখিয়া গিয়াছেন, কবি মোহলেম আহমদ বাঙলা ভাষায় সেই শ্রেণীর রুবাইয়াৎ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙলা ভাষায় এই পুস্তকখানি অভিনব। কবির রুবাইয়াৎ-গুলি তরিকত, মা'রেফাত ও হাকীকত পন্থীদের "লও-লাগাল" ইশ্‌কের উপর আলোকপাত করিয়াছে। এই গ্রন্থের উর্দু ও ইংরাজী অনুবাদ হইতে দেখিলে আমি খুশী হইব।

(ডক্টর) **আবদুল গফুর সিদ্দিকী**
(মরহুম)

(মাহেনও ৭ম বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

শব্দ-কুঞ্চিকা

আঙ্গুর-খুন্—আঙ্গুরের রস, মদ্য বিশেষ।

আজাব—শাস্তি।

আজব—আশ্চর্য্য।

আদম—হজরত আদম (আঃ), আদিপিতা।

আরব-বাগ—মদিনা শরীফ।

আরেফীন্—তত্ত্বজ্ঞানী।

আরব-রাজ—হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

——

ইমাম—পুরোহিত।

ইব্রাহিম—হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নবী।

ইমান—বিশ্বাস।

ইছা—যীশুখৃষ্ট (আঃ)।

ইব্‌লিছ্—শয়তান।

ইছলাম-রাজ—হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

——

ওয়ায়েজ্—হজরত ওয়ায়েজ্ করণী, যিনি হজরতের (দঃ) দান্দান শহীদের খবর পেয়ে নিজের দাঁতগুলি ভেঙে ফেলেছিলেন।

——

কদম চুম্—আদর্শের অনুসরণ কর।

কতল—হত্যা।

কায়েস—লায়লী-মজ্‌নু উপাখ্যানের কায়েস।

কাবাব—অগ্নি দগ্ধ মাংস।

কামিজ—সার্ট।

কাবা—খোদার ঘর।

কুরছী—চেয়ার, বিচারাসন।

কুফ্‌রী—খোদার প্রতি অবিশ্বাস।

কুত্তা—কুকুর।

কোরবান—বলিদান।

কোল্‌জে—কলিজা, অন্তর।

——

খিজির—হজরত খোয়াজ খিজির (আঃ)।

——

গোর—কবর।

——

ছোফেদ—সাদা

——

জাহান্নামী—নরকগামী।

জানাজা—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

জান্নাত—স্বর্গ।

জিন্দেগী—জীবন।

জিন্দেগানী—জীবিত কাল।

জুল্‌ফিকার—হজরত আলীর বিখ্যাত তরবারী।

তছ্‌বীহ—জপের মালা।

তওবা—অনুতাপ।

তক্‌দীর—অদৃষ্ট, ভাগ্য।

তক্‌—পর্য্যন্ত।

দিল্‌—অন্তর।

দীদার—দর্শন।

নহর—ঝরণা।

পিয়ালা—পান-পাত্র।

পিরা'ণ—পিরহান, লম্বা কামিজ বিশেষ।

ফায়দা—লাভ।

ফির্‌দাউস—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ।

বেলাল—যিনি ইছলামের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন ছিলেন।

বেদিল—নির্দয়।

ভেস্ত্‌—বেহেশ্‌ত্‌, স্বর্গ।

মজনু—পাগল।

মনছুর—যিনি নিজেকে "আনাল হক" বলিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন।

"মায়া"—বিবি হাওয়া।

মাকাম—ঘর।

মিনার—চূড়া।

মুরিদ—শিষ্য।

মুছা—হজরত মুছা (আঃ)।

মুছাফির—পথিক।

মুয়াজ্জিন—যে আজান দেয়।

মোরদারা—মৃতেরা।

মোশ্‌রেক—অংশীবাদী।

রছুল—হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

শারাব—পানীয়, মদ, ঐশীপ্রেম।

শারাবখানা—পানশালা।

শওক—আগ্রহ।

শেরেক—শির্ক, অংশীবাদিতা।

সখ্‌—আকর্ষণ।

সত্তর হাজার পর্দ্দা—হাদীছ গ্রন্থে কথিত আছে যে খোদাতা'লা ৭০ হাজার পর্দ্দার মধ্যে অবস্থান করেন।

সরাইখানা—বিশ্রাম স্থান।

সাকী—মদ্য পরিবেশনকারী।

হারাম—নিষিদ্ধ।

হিছাব—হিসাব।

হুর-পরী—অপ্সরী।

শরাবান তহুরা

মছজিদেতে চলনু আমি শারাব নেশায় মস্ত হ'য়ে,
একটি হাতে মদের গেলাস অন্য হাতে তছবীহ্ ল'য়ে।
ইমাম ছাহেব পাকা অতি, ডাকেন আমায় মুচকী হেসে,
'মদের গেলাস ছাড়তে হবে' বলেন আমার পাশে এসে ॥

[১]

ঘন্টা খানেক রইনু ব'সে প'ড়লে ওরা নামাজ কত,
ছিজ্‌দা দিতে গেলাম ভুলে জুটলো এসে আপদ যত।
ইমাম ছাহেব হুকুম দিলেন—'তাড়িয়ে দাও শয়তানেরে,
কভু যেন খোদার ঘরে দেখতে আমি না পাই এরে' ॥

[২]

বললু তখন, 'ইমাম ছাহেব, আজকের মত মাফী চাই,
ছিজ্‌দার বেলায় ভাবতেছিনু মদের গেলাস যদি পাই।
খোদার ঘরে নামাজ ছেড়ে খুলতে যদি শারাবখানা,
মোরদারা সব আসতো উঠে পায়ে হেঁটে এক টানা' ॥

[৩]

সত্যিকারের ইমাম তুমি দেখতে পেতে তাদের মাঝে,
কাণ্ড তোমার দেখে তারা নতশিরে ম'রতো লাজে।
ছিজ্‌দা তুমি দিলে খোদায় নজরখানা আমার পরে,
কেমনতরো প'ড়লে নামাজ তোমার সারা জীবন ধ'রে ॥

[৪]

নামাজ রোজার বদলা যদি ভেস্তের আশা তুমি কর,
চুপটি ক'রে আমার সাথে শারাবখানার পথটি ধর।
খোদার দীদার পাবে তুমি ভেস্তের কথা যাবে ভুলে,
হৃদয় তোমার উঠবে ভ'রে নতুন করি' ফলে ফুলে ॥

[৫]

এগারো

হৃদয় যদি রইলো ভরা আমিত্ব আর হিংসা-দ্বেষে,
কি ফল হবে ছিজ্‌দা করি' ভণ্ডামীর ওই রঙীন বেশে।
মছ্‌জিদ সব ভেঙে ফেলে মদের দোকান গ'ড়ে তোলো,
শারাব পিও ফূর্তি ক'রে, পাপের স্মৃতি ক্ষণিক ভোলো ।।

[৬]

মোল্লা ভায়া, শারাব খাওয়া না হয় হ'লো একটা পাপ,
মনটি তোমার পাপেই ভরা, পোশাক দেখি বহুত ছাফ্।
শেরেক করা হয় যদি ঠিক সবার সেরা পাপ বড়,
তুমি তো ভাই শেরেকীতেই মত্ত আছো জড় সড়।।

[৭]

ধর্ম্মোপদেশ শুনেছিনু যখন আমি জ্ঞানে কচি,
বয়স আমার বেড়েই গেছে নিজেই এখন স্বর্গ রচি।
আঙুর-খুনের এমনি মজা ছাড়তে আমি নইকো রাজী
ওরই জোরে ধরার ওপর খুশীর রাজা আমি আজি ॥

[৮]

সতেরো

উপদেশের ঝুলি তোমার তুলে রাখো আজকে ভায়া,
কা'লকে এসো সকাল বেলা, চোখের যখন কাটবে মায়া।
আমি যখন নেশায় কাতর তখন ওটার ফায়দা কিবা,
তুমিই নিজে ক'রছো যে ভুল রাত্রিটিরে দেখছো দিবা ॥

[৯]

মোল্লা ভায়া, বুঝতে যদি গভীর কত প্রেমের টান,
দশা তোমার দেখতে পেতাম, ছুটতো কেমন হাসির বান।
আজকে রাতে পিয়া-সুখের পেতে যদি একটু রেশ,
তুমি কি আর প'ড়তে নামাজ, রাখতে গায়ে ছোফেদ বেশ !!

[১০]

শেখজীগো বুঝছো নাকি মিছেই তোমার অহমিকা,
বংশ-বিচার বেজায় তোমার, আমার চোখে সবই ফিকা।
সবাই যখন জন্ম নিলেম একটি বিন্দু শুক্র-জলে,
সবাই আবার যাবো ডুবে পাতালপুরীর অতল তলে ।।

[১১]

KASEM

কাজী ছাহেব, কুরছী পরে আমার বিচার ক'রবে আজি,
মরণ-পারে তোমার বিচার ক'রবে তবে কোন্ সে কাজী।
'কয়েস' যদি 'লায়লী'র নামে ক'রেছিলো দিল্ কোরবান্,
মোশ্‌রেক নাম দিলে তারে, এমনি বিচার পাক কোরাণ !!

[১২]

'ইব্রাহীম' তো দিয়েছিলো খোদার পায়ে পুত্রে তুলি'
তুমি শুধু মানের দায়েই বলি দিলে খোদায় ভুলি'।
হৃদয়টারে পিষে দিলে যেথায় ছিল খোদার ঘর,
মানের পূজায় মারলে তুমি খোদার বুকে দারুণ শর !!

[১৩]

এমনতরো পাপের বোঝা সইতে যদি পারো তুমি,
পারবে নাকি মজনু কিগো থাকতে তোমার চরণ চুমি' ?
শারাব নিয়ে আমি যদি থাকি প'ড়ে দিবারাতি,
ক্ষতি কারো হবে নাকো, নিভবে নাতো দ্বীনের বাতি ।।

[১৪]

খোদা মিঞা ম'রেই গেছে তোমার তীরের একটি ঘায়,
ধর্ম সেতো বিকিয়ে গেছে দেনার দায়ে তোমার পায়।
পূজবো কেন খোদায় তবে, নেইকো যখন খোদার ভয়,
পাপের স্রোত বইছে পুরা, গোপন রাখা বইতো নয়!!

[১৫]

হায় মোল্লাজী, দেখছি তোমার লম্বা দাড়ি এক গাদা,
লম্বা লম্বা বুলির ঝুলি, কুর্ত্তা তোমার বেজায় সাদা।
ধর্মের নামে পাগল তুমি ঝুলছে গলায় 'কোরাণ পাক',
'কোরাণ' মাঝে ধর্ম আছে, তোমার মাঝে সবই ফাঁক !!

[১৬]

সিন্দুক ভরা জম্‌লো টাকা মরণটারে ভীষণ ডর,
গোর-আজাবের কিচ্ছা তুলে মারলে সবে, ভ'রলে ঘর।
তওবার রশি দিলে ফেলে জুটলো এসে মুরিদ দল,
আমার নামে কুফ্‌রী জারী দলাদলির বিষম ফল ।।
[১৭]

আমিত্ব আর বড়াই নিয়ে কাটিয়ে দিলে জীবন-কাল,
শারাব নেশায় মত্ত আমি নেইকো আমার বদ খেয়াল।
পথের ধূলার মতই আমি মিশে আছি পথের বুকে,
জীবনটাতো খেলার মত মরণ-পারে থাকবো সুখে ॥

[১৮]

'ওয়ায়েজ্' তো ফেললে ভেঙে দাঁতগুলি সব একে একে,
তুমিই মিছে ভুলের মোহে চলছো ভায়া পথটি বেঁকে।
পীরিত করা বেজায় কঠিন ঠিক থাকে না মগজটি যে,
শারাব নিয়ে আছি মেতে তাজা আছে তাইতো সে যে ।।

[১৯]

উনচল্লিশ

প্রিয়ার আশায় বেড়াই ঘুরে কুত্তা যেমন খাবার আশে,
র'াত দুপুরে ঘুম আসে না প্রিয়ার ছবি আমার পাশে।
পিয়ালা সব হয় নিঃশেষ মেটে নাকো পিয়াছ ঘোর,
'বেলালের'ই আজান শুনে কাটে আমার নেশার ডোর ।।

[২০]

মোল্লা ভায়া, আর হেসো না উপহাসের ভীষণ পাপ,
সইতে তুমি পারবে নাকো প্রেমিক জনের অভিশাপ।
মদের নেশা বরং ভালো ক্ষণিক তাহার স্থিতিকাল,
মিছেই তোমার ভোগের আশা বিষম কঠিন মায়াজাল ।।

[২১]

হুর-পরীরা মিলবে যখন ফিরদাউসের ওই বাগিচায়,
দোষ কি তবে পান করিতে ধরণীর এই আঙিনায়।
যৌবন যখন শুকিয়ে যাবে গোলাপ পাপড়ি ঘোর ম্লান,
তখন কি আর মিলবে আরাম, যৌবনের এই সতেজ প্রাণ!!

[২২]

ভেস্তের আশা নেইকো আমার নরক সেও তো কাম্য নয়,
শারাব নেশায় ঘুরছি শুধু দিলটা যদি ঠাণ্ডা হয়।
কোরাণ হাদিস সব ছেড়েছি আমার শুধু শারাব চাই,
নামাজ রোজার বদলাতে মোর হুরের আশা মোটেই নাই ।।

[২৩]

মৌল্লা ভায়া বেজায় কড়া, বললে নাকি কাফের আমি !
এমনি তোমার বিচার তরে তুমিই হবে জাহান্নামী ।
শারাব ছাড়া অন্য নেশা আদৌ যার নেইকো কভু,
তারেই দিলে জাহান্নামে মিলবে তোমার স্বর্গ তবু !!

[২৪]

সইতে তুমি পারলে না যে মানের ক্ষতি একটুখানি,
তার বদলে দিলে আমায় কশাঘাতের আঘাত হানি'।
পেটের দায়ে দিবারাতি সইছে যারা ঝাঁটালাথি,
অভিমানে ফল কি তাহার অপমান যার চির সাথী ।।

[২৫]

একান্ন

হায় মোল্লাজী, ভুলেই গেলে স্পষ্টতর কোরাণ-বাণী,
আনবে ইমান ইছার পরে, মুছার পরে এইতো জানি।
সে সব কথা চেপেই গেলে আজকে তোমার দলাদলি,
কেমন ক'রে হবে আজি ছুন্নী-শিয়ার গলাগলি ॥

[২৬]

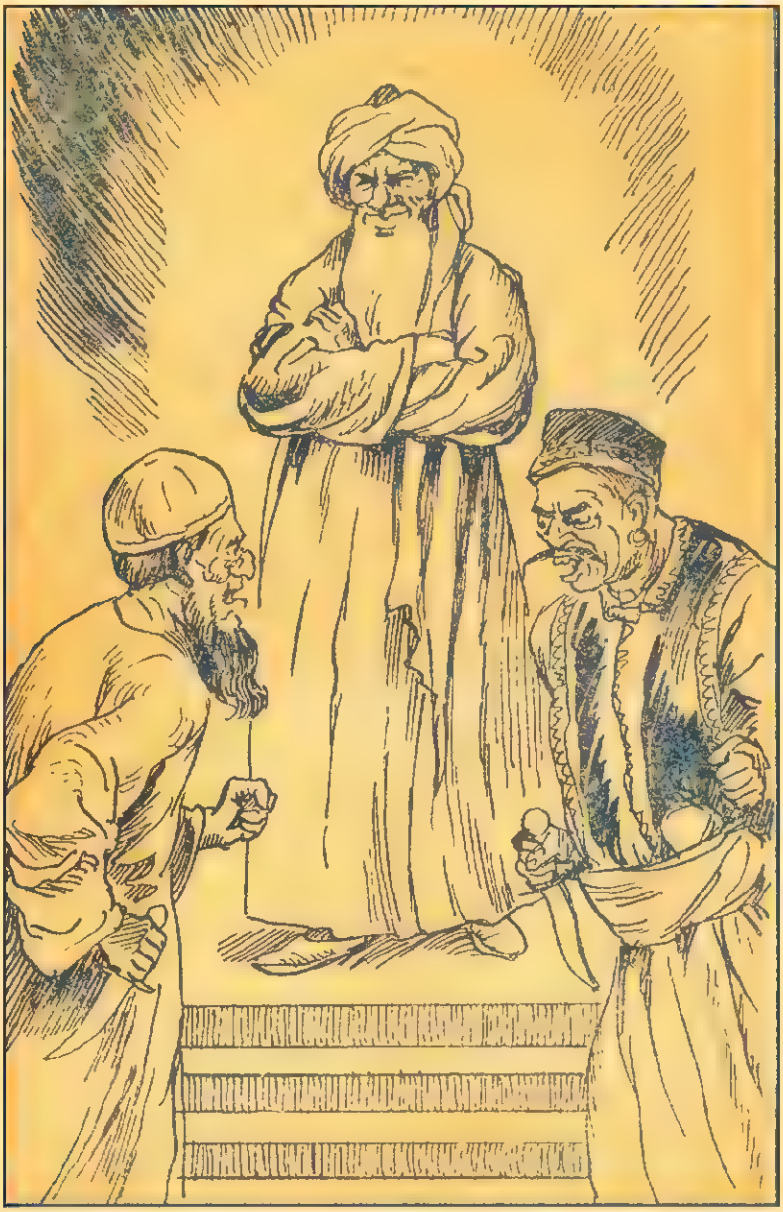

তিপান্ন

ইমাম ছাহেব হুকুম দিলেন তাঁহার কথা মানতে কাজে,
মিলবে তবেই খোদার দীদার সংকীর্ণতার গণ্ডীমাঝে।
জ্ঞানের আলো নেইকো সেথায় অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি,
বিদ্রোহী নাম নিলেম যখন রুজী নিয়েই কাড়াকাড়ি ।।

[২৭]

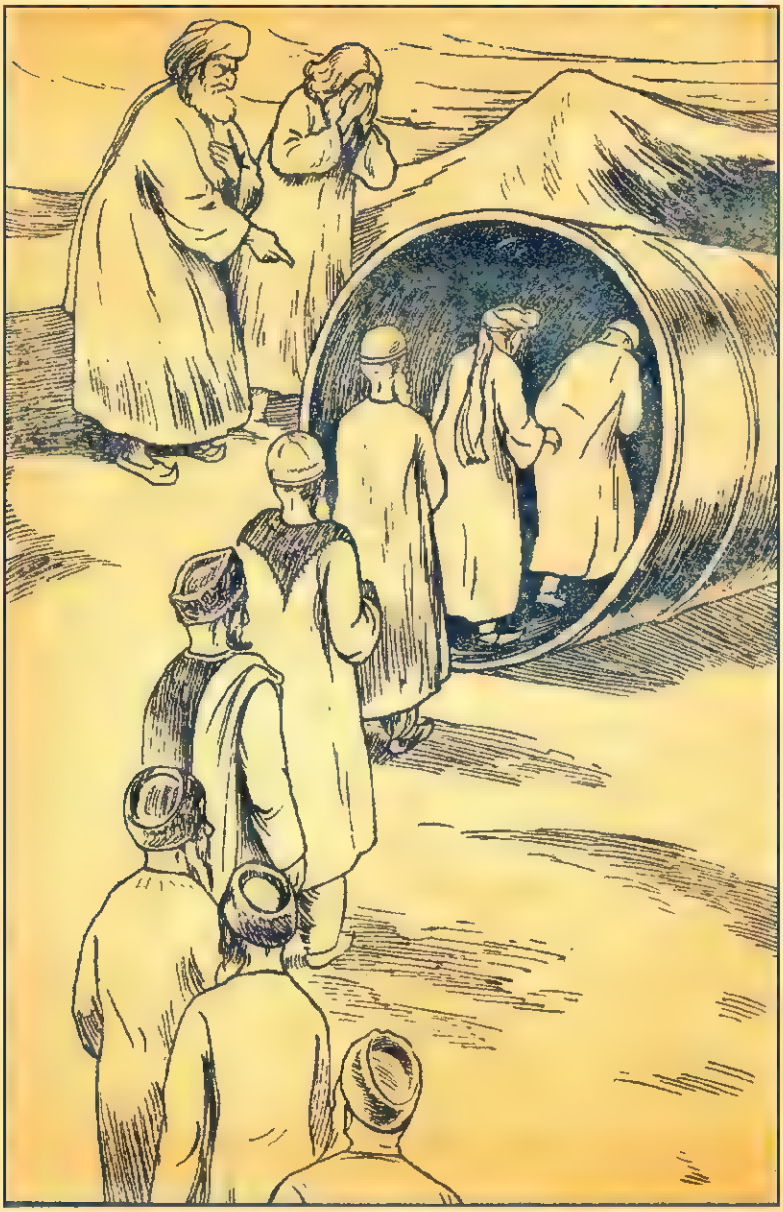

গুরুজী মোর ঘাবড়ে গেলে এতেই তুমি হায় কপাল,
কেমন ক'রে রইবো আমি জানবে যদি রূপ-মশাল।
শারাবখানা খুললে তুমি আমায় শুধু পিতে মানা,
সবাই মরে ফূর্তি ক'রে আজব দেখি দুনিয়াখানা ॥

[২৮]

তক্‌দিরে মোর সবই ছিল হারানু সব আপন ভুলে,
ভুলের খোদা কোন্ সে তবে, কেইবা তবে পাপের মূলে !
খোদা মিঞা বানিয়ে দিলো আচ্ছা মজার কপাল খানা,
স্বর্গের রশি তাঁরই হাতে ভুলের বেলায় নরক যানা !!

[২৯]

মতলবখানা আজব বটে বানালো এক মাটির সঙ
ছিজদা করে সবাই তারে কেমন দ্যাখো মজার ঢঙ।
জানা ছিল আগে থেকেই মানবে নাকো ইবলিছ তারে,
মিছেমিছি ফন্দী ক'রে তাড়িয়ে দিল অভাগারে।।

[৩০]

আদমেরে ক'য়ে দিলো ক'রতে খেলা 'মায়ার' সাথে,
ব'ললো তারে 'ছুঁতে মানা', নামিয়ে দিলো আপন হাতে।
মাটির বুকে ক'রবে ফসল এই-ই ছিল আশা তার,
তবু কেন ফের লাগিয়ে চাপিয়ে দিলো পাপের ভার ।।

[৩১]

ক্ষমার তরে রইলো বসি' কেমনতরো কুরছী পর,
পিও তবে খুশীর সাথে আরাম করি' জীবন ভ'র।
কিসের তরে কষ্ট করি' করো তুমি স্বর্গের আশ,
জীবন-কালের পুণ্যি যতো মরণ-কালে হবে নাশ !!'

[৩২]

বুঝতে তুমি পারছো নাকি ফন্দীবাজের ফন্দী সব,
পাপ-পুণ্য সবই মিছে লীলা খেলার সু-মতলব।
বুঝতে এখন পারছে না সে ক'রছে কি যে খেলার ছলে,
বুঝবে তখন সবাই যখন পড়বে গিয়ে যাতাকলে ।।

[৩৩]

মোল্লাজীগো, আমায় তুমি আর দিও না জাহান্নামে,
বিচার করার কেগো তুমি 'তওবা' কর খোদার নামে।
বিচারক তো রইলো ব'সে কোরাণ খুলে দ্যাখো নারে,
সবার বিচার একই দিনে যুমের শেষে মরণ-পারে ॥

[৩৪]

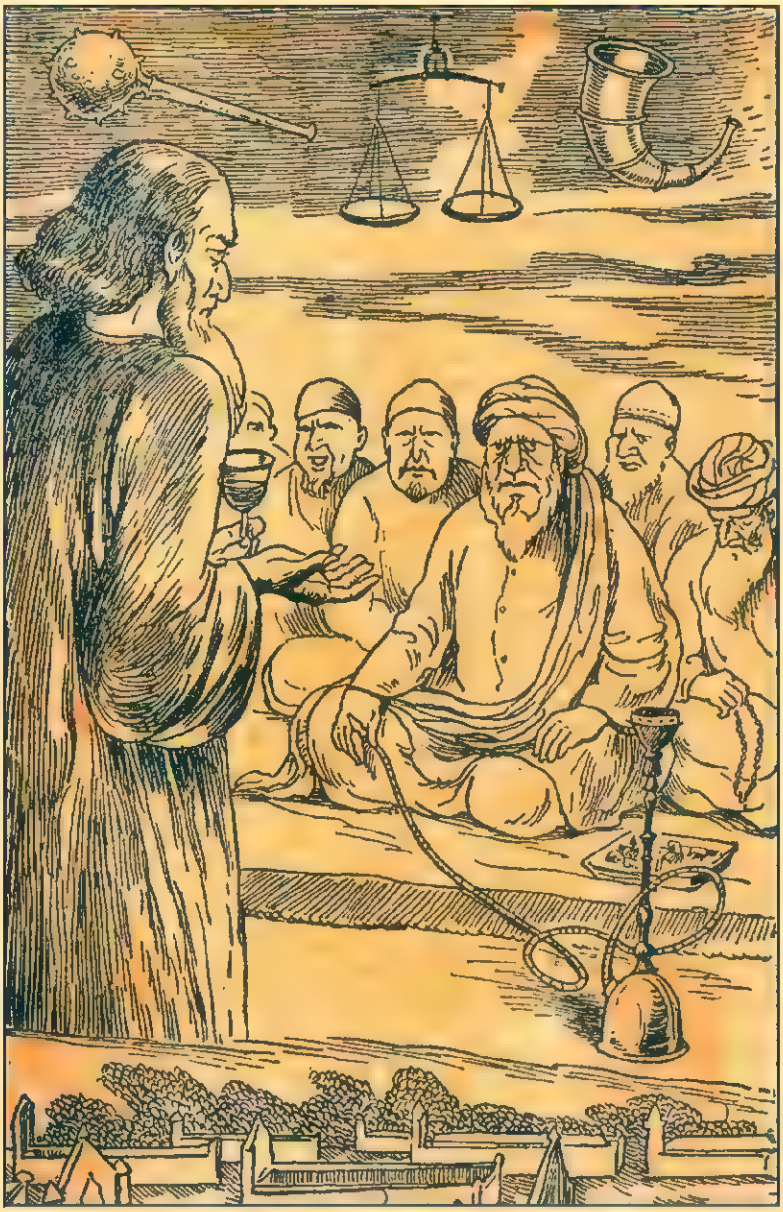

ন্যায়ের পরে সখ যদিগো আধেক পথের আধেক দিনে,
আপন বিচার করো তুমি চ'লবে যদি রাস্তা চিনে।
পিরা'ণ তোমার ঝুলছে দেখি মাথা থেকে পায়ে গিয়ে,
রাত্রি জেগে ছিজদা দিলে অহমিকার ঝুলি নিয়ে ॥

[৩৫]

একাত্তর

কোরাণ হাদীছ গেছিস ভুলে, ভুলে গেছিস আল্লায় তোরা,
তোদের বাণীই হাদীছ হ'লো মিথ্যা সেতো আনকোরা।
তোদের জ্ঞানই পক্ক অতি আল্লা মিঞা 'বোকার ডিম'
সেই কারণেই মদ ধরেছি না হয় যাতে দেহ হিম।।

[৩৬]

তিহাত্তর

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি আর কোরো না মোল্লা ভাই,
রছুল তোমার বিদায়কালে মানা ক'রে গেছেন তাই।
তার চাইতে আমার সাথে আর এক চুমুক শারাব নাও
নতুন ক'রে চলবো মোরা ধর্ম-পথে দু'এক পাও ॥

[৩৭]

অত্যাচারের মাত্রা যখন বেড়েই গেল আমার পরে,
'বেলালের' ঐ কিচ্ছা শুনাও মোল্লা ভায়া কিসের তরে ?
'ইছলাম-রাজ' দিয়েছিলেন দরদ দিয়ে মুক্তি তারে,
তুমি ভায়া ফূর্তি উড়াও বসি' আপন গৃহ-দ্বারে ॥

[৩৮]

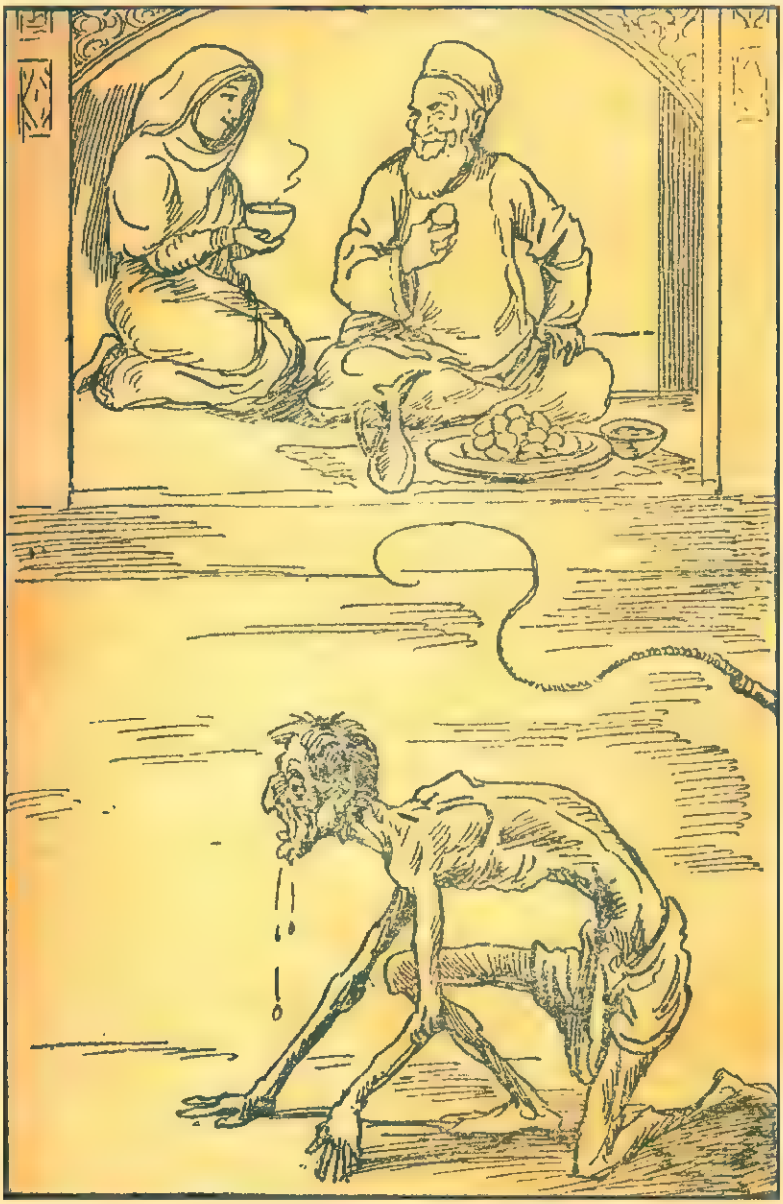

ভোরের পাখী গাইবে তবু সাগর পারের এই দেশে,
অত্যাচারের মাত্রা তোদের বাড়লো যদি হীন বেশে।
তার গানেযে ভাঙতো তোদের কঠিন পাপের মরণ-ঘুম,
বাঁচবি যদি জলদি এসে নবিজীর ওই কদম চুম!!

[৩৯]

বদনামি আর কুৎসা গেয়ে ক'রলি তোরা পাগল মোরে,
খোদার দরগায় হাত উঠিয়ে জাহান্নামে দিলি ভ'রে।
বাদশাহীটা তোদের হাতে খোদা মিঞা কিছুই নয়,
তাড়িয়ে দিলি আমায় তোরা, ছন্ন-ছাড়া পেলো লয়॥

[৪০]

মূর্খ তোরা এমনি ক'রে করলি আমায় অপমান,
জানিস কিরে অধম তোরা মিছেই তোদের অভিযান।
কেনই যেরে এসেছিলাম, কেনই তোদের ডেকেছিলাম,
জানলি না তো আমায় তোরা কিইবা ছিল আমার নাম !!

[৪১]

হায় মুছাফির ভুলের পথে চলবি তুই আর কতদিন ?
ওদিক যে তোর বরণ-ডালা, বাসর ঘরে বাজে বীণ।
নতুন পথের সাথী যে তোর মালা হাতে রইছে বসি,
হয়তো আবার দেরীতে তোর মালাখানি পড়বে খসি ।।

[৪২]

পান করিনু মত্ত মাতাল মাত্রাজ্ঞান গেনু ভুলে,
পানের নেশা বেড়েই গেল আজ যে আমি মরণ-কূলে।
ঢালো সাকী শারাব ঢালো যেটুক আছে শেষ করি,
প্রিয়ার তরে এমনি মরণ এই খবরটা দিও স্মরি ॥

[৪৩]

Z A Kasem

মাতালের এই নাপাক দেহ কেউ ছুঁয়োনা মোল্লাজীরা,
জানাজার নামাজ তারই পড়বে এসে হুর-পরীরা।
ধরার মানুষ ব্যথাই দিলে, দিলে নাকো তিল আরাম,
তার বদলে মিলবে আমার রছুলের ওই খাছ মাকাম ॥

[৪৪]

জলদি করে পান করে নাও আজকের এই শারাবটুক,
কাল যদি আর না পাই ওগো চুমতে তোমার রঙীন মুখ।
একটু বাদেই শুনতে পাবে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ-স্বর,
দিনের আলো পড়বে এসে তোমার কচি মুখের পর ॥

[৪৫]

শাহাজাল তহুরা

মূর্খেরা সব ঘুমিয়ে র'লো অন্ধকারে ঘরের মাঝে,
চাঁদিনীর এই মায়ার খেলা বুঝবে কেন, কিসের কাজে।
তোমার মুখে জ্যোছনা রাতে দিতো যদি একটি চুম,
দিব্যি করে বলতে পারি পেতো ওদের মরণ-ঘুম ॥

[৪৬]

বিরানব্বই

ভাবছে ওরা মজনু বেটা মদের নেশায় মাতাল ঘোর,
কেমন ক'রে বুঝবে তারা নয়কো যারা শারাব-খোর।
জিন্দেগী ত ফুরিয়ে এলো আরেক চুমুক লাল শারাব,
মরুর বুকে তৃষার জ্বালায় করুক ওরা দিল কাবাব ॥

[৪৭]

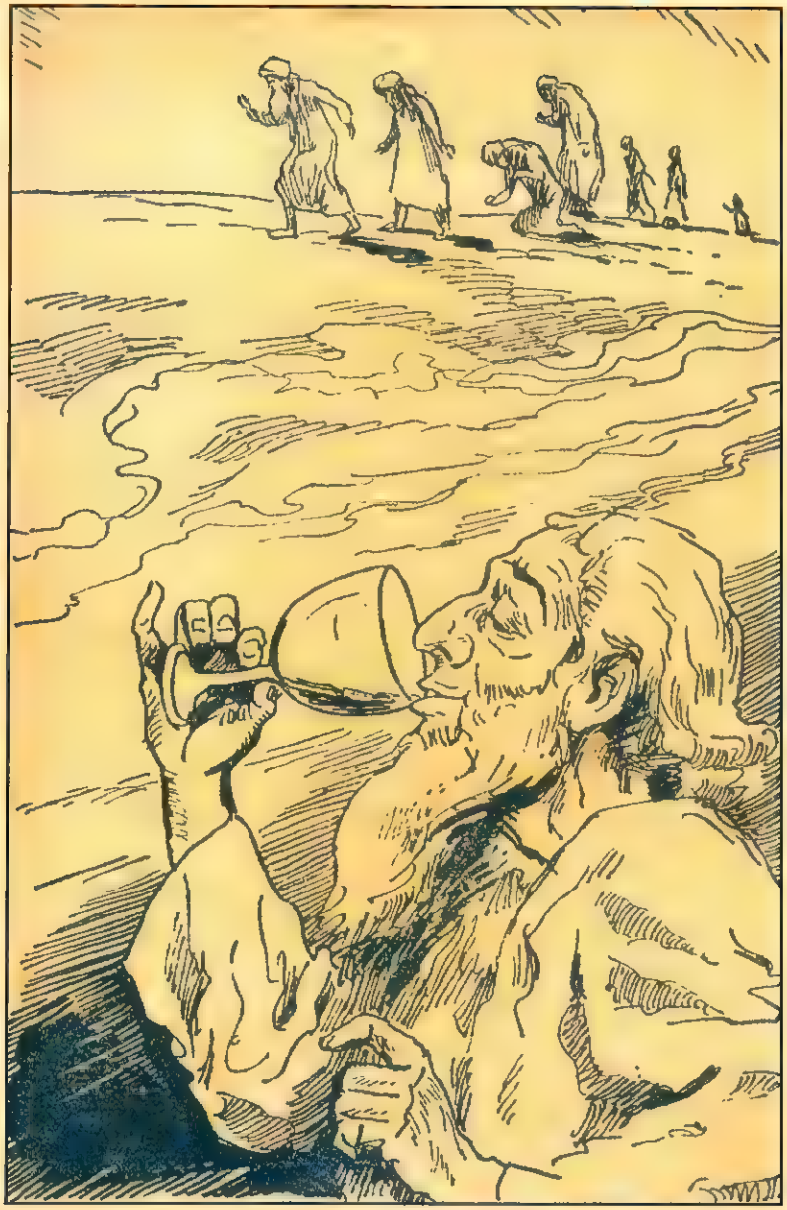

বুদ্ধি বিচার লোপ পেয়েছে ওসব বালাই নেইকো মোর,
আজকে রাতে প্রিয়ার সাথে ভেঙোনা মোর ঘুমের ঘোর।
ভোরের বেলায় বন্ধুরা সব নিয়ে যখন যাবে মোরে,
লাল শারাবের পেয়ালাটি রেখেই দিও মোর গোরে।।

[৪৮]

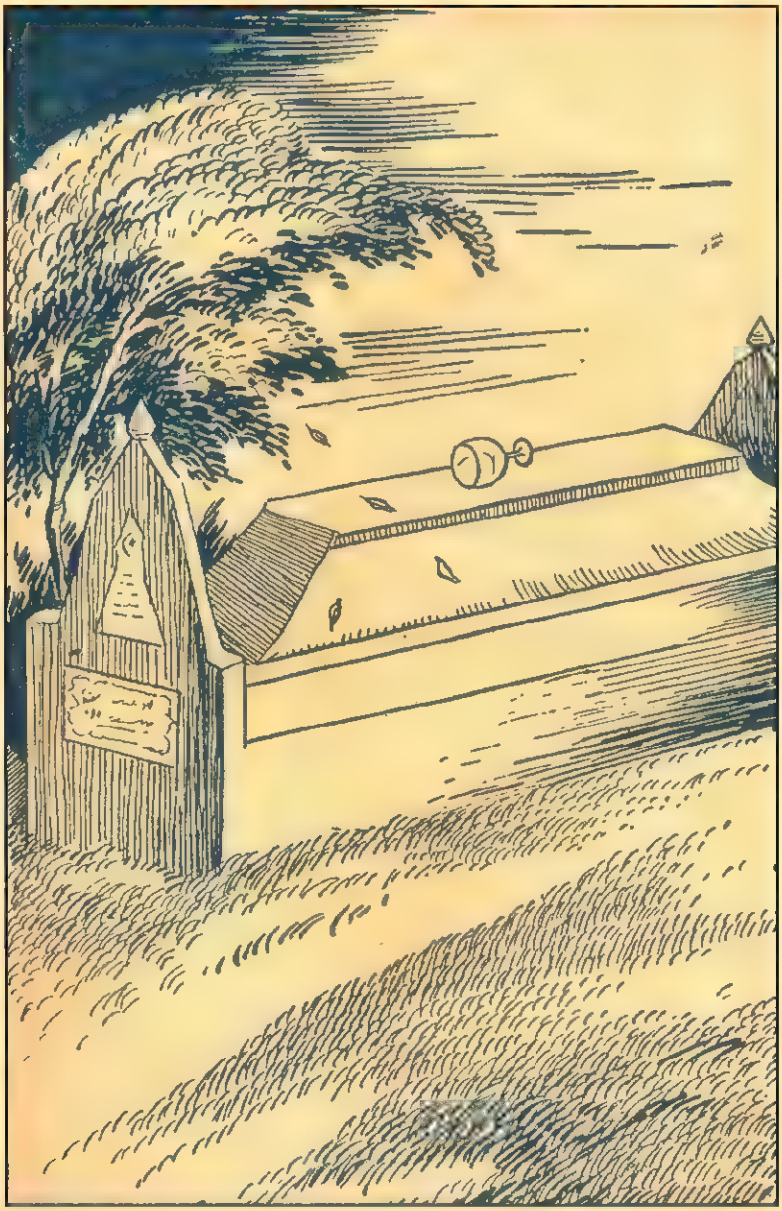

প্রিয়া আমার, এমনি ক'রে হানলে যেদিন দৃষ্টি-বাণ,
সেদিন থেকে কাঁদি হাসি হৃদয় আমার খানে খান।
কেমন ক'রে সইবো আমি তীব্র তোমার আলিঙ্গন,
মোর কামনা সেই ভাবনায় গোর কিনারায় পাগল মন ॥

[৪৯]

শ্যামাকান্ত তরফদার

নিরানব্বই

মিলবে কিনা বাসর ঘরে তুমিই জান ওগো প্রিয়া,
তোমার আসন বুকের ওপর রইবে পাতা আশা নিয়া।
নাইবা যদি এসই তুমি ব্যর্থ করি' শেষ স্বপন,
আশাই আমার 'তুমি' হয়ে উঠবে ফুটি' রূপ-মগন ॥

[৫০]

আমায় কেন ডাকছো আবার চোখ ইশারায় বারে বার,
তোমার চোখের আগুন আমায় জ্বালিয়ে দেবে ছারেখার।
পর্দ্দা-মাঝে ওই যে তোমার রূপের প্রকাশ একটুখানি,
তার চাইতে বরং ভালো খোলাখুলির ব্যবসা জানি ॥

[৫১]

তুমিই যদি মিলবে না মোর দু' দিনের এই জীবন মাঝে,
মিছেই আমার ভবে আসা জীবনটা মোর মিছেই কাজে।
জানতাম যদি আমি আগে এমনতরো ফাঁকিই দিতে,
তুমি কি আর পারতে আমায় এমন করে ভুলিয়ে নিতে ॥

[৫২]

মরণ-বেলার শেষ মিনতি মনে ক'রে রেখো সাকী,
যদি কারো শওক জাগে মরণটারে দিতে ফাঁকি।
পান করিও আসল জিনিষ নকল নিলে কর'বে ভুল
'আরব-বাগের' টাটকা মদে হৃদ-বাগিচায় ফুটবে ফুল ॥

[৫৩]

যা খুশী তোর করেই চল বেদিল প্রিয়া পরাণ চোর
প্রেমের বদলা দারুণ আঘাত ব্যথাই দেওয়া স্বভাব তোর।
এমনি করে আমায় মেরে শান্তি কিরে পাবি তুই।
প্রেমের ধর্ম মিথ্যা সে কি মিথ্যা সে কি ভোরের যুঁই !!

[৫৪]

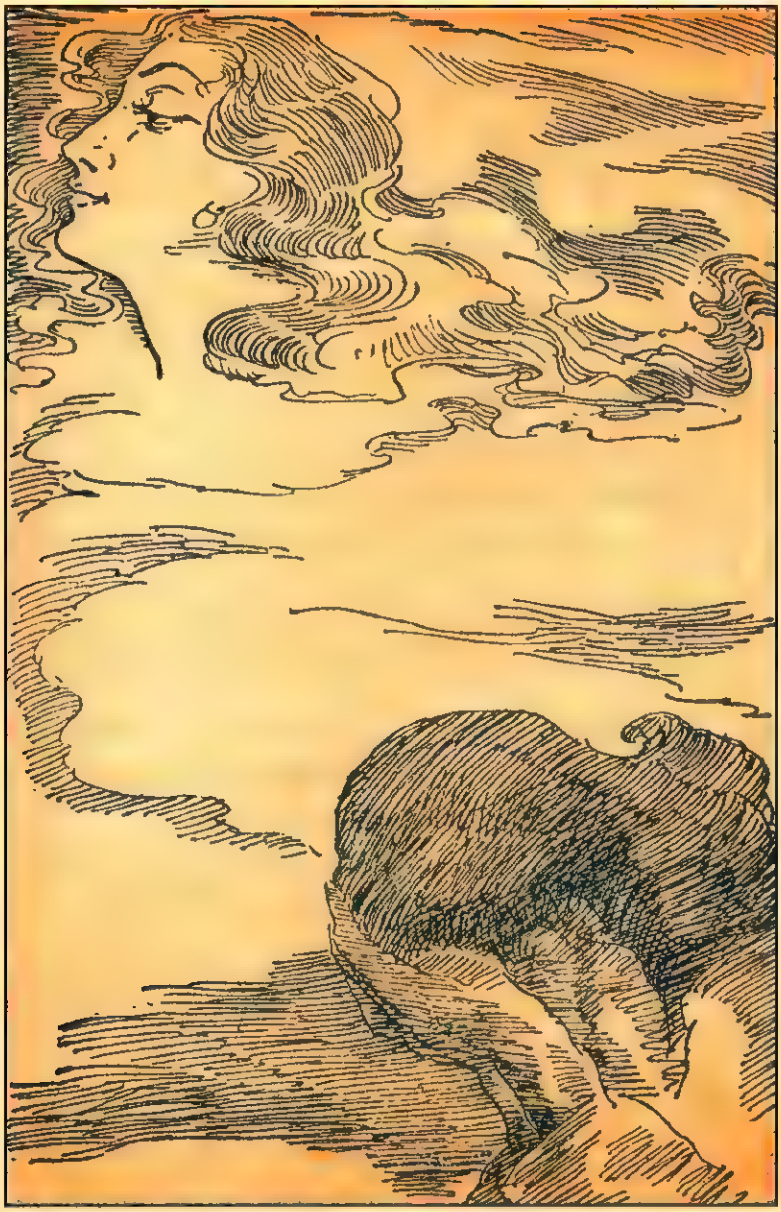

যেদিন থেকে তোমার নামে গাইতাম আমি গান
সেদিন থেকে কপালখানা ভাঙলো খানে খান।
ফুল-বাগিচার ফুলগুলি সব ঝরেই গেল তপ্ত বায়ে
খোশবু টুকু রইলো মিশে ব্যাকুল আশে তোমার পায়ে ॥

[৫৫]

মার্জ্জনা মোর করো সখি ব্যথাই যদি দিয়ে থাকি
অভিশাপের কল্পনাতে যেয়ো নাকো দিতে ফাঁকি।
ব্যথার বদলা ব্যথাই যদি প্রতিঘাত রহস্যময়
প্রেমিক তোমায় বলবে কেবা পরাণ যদি ক্ষুদ্র হয় ॥

[৫৬]

আবার কেন রাত দুপুরে করছো এত ডাকাডাকি
একটুখানি ঘুমিয়ে গেনু তবু তোমার নেইকো মাফী।
কাল যে আবার নতুন ক'রে গড়তে হবে তাঁবুর ঘর
ক্লান্তি পথিক ক'রছে আরাম পান্থশালার পথের পর ॥

[৫৭]

একশ পনেরো

ওগো সাকী, ওইযে তোমার গোলাব রঙের সুগোল মুখ,
কেমন ক'রে ভুলবো আমি নাইবা পেলাম স্বর্গ-সুখ।
ওই যে তোমার আঁখির পাতা ঝিমিয়ে আসে মদির বায়,
ওই যে তোমার কোমল তনু গোলাপ পাপড়ি হেরে যায়॥

[৫৮]

নাই যদি মোর মুক্তি-আশা তোমার ফাঁদের কবল থেকে,
সাগর বুকে মরতে হবে মিছেই তোমায় ডেকে ডেকে।
ভুলই যদি করেই থাকি যৌবনেরই জোয়ার টানে
মিটবে নাকি সে ভুল কভু ভাটির টানের করুণ গানে ॥

[৫৯]

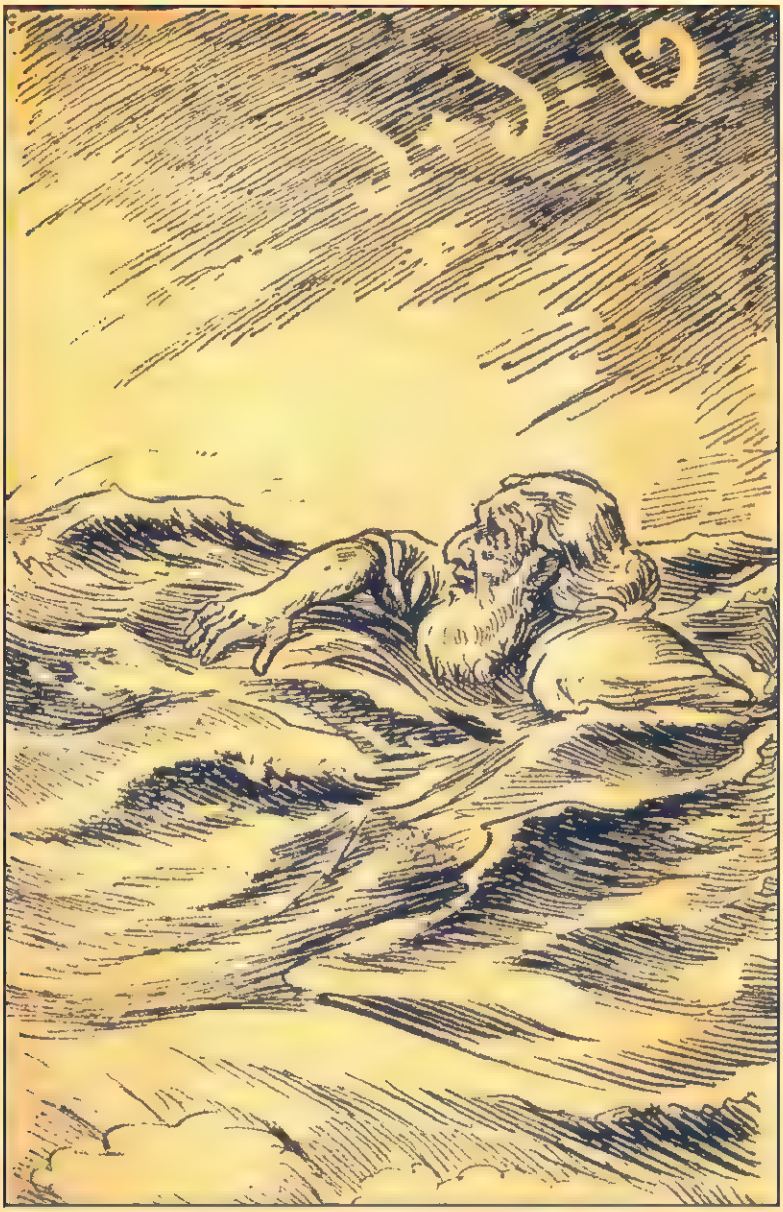

তোমায় যদি না পাই আমি দুঃখ কভু করবো না
তোমার তরেই মরনু শুধু এইটুকুই মোর সান্ত্বনা।
পার যদি দয়া ক'রে দিও শুধু এক চুমুক
না হয় শূন্য পেয়ালাটিরে যদিই বা পাই গন্ধটুক !!

[৬০]

একশ একুশ

একটি বার নিতে যদি নরম গালে একটি চুম !
নাইবা কভু আসতুম আর ঘুমিয়ে যেতুম মরণ-ঘুম ।
দিল দরদীর বেদিল হিয়া আমার কোলে একটিবার
পাপদেহ মোর পুড়েই যেতো নিভতো আগুন কামনার ।।

[৬১]

হেনা ফুলের গন্ধ সাঁঝে প্রাণের মাঝে জাগায় দোলা
তোমার বেণীর খোশবু যেন ওরই বুকে রইছে তোলা ।
কেইবা জানে কোথায় পেলো হেনা এমন গন্ধ তার
মৃদুল বায়ে আসছে ভেসে খোশবু বুঝি সেই খোঁপার ।।

[৬২]

আর মারিস না ওরে নিঠুর সইতে যেরে আর পারিনা
মিছে মায়ার এই ছলনা এতই করুণ তাও জানিনা।
তোমার চোখের বিজলী-রেখা আমার বুকে হানছে বাজ
আর কতকাল বাঁচবো সখি গোরের স্বপন দেখছি আজ ॥

[৬৩]

বয়স কচি তাতেও কি তোর নেইকো প্রাণে তিল দরদ
জীবন ভরা আশা আমার তাইতো আজও চাই মদদ।
আমায় মেরে ফায়দা কিবা নাহয় তোমায় চাইবো না
তোমার সাথে পিরীত করা বিষম ফাঁকি বই তো না !!

[৬৪]

প্রিয়া তুমি বুঝবে না মোর শূন্য হিয়ার ব্যথা ঘোর
বুঝতে যদি বাসতে ভালো ছিন্ন হতো মিলন-ডোর।
ব্যথাই দেওয়া স্বভাব তোমার ছল চাতুরী রূপ-মায়ায়
করুণাময় নামেই শুধু দিলে ব্যথা আজ আমায় ॥

[৬৫]

KASEM

ভাঙতে যদি চাওগো তুমি তোমার গড়া প্রদীপটিরে
মিছেই কেন গ'ড়লে তারে ডেকে নিলে আলোক-তীরে।
তোমার মত খাম খেয়ালী দুষ্টি কভু দেখি নাই
কি যে তুমি ক'রবে কখন সেই ভাবনায় কাটে সদাই ।।

[৬৬]

ধর্ম তোমার খুব চিনেছি অধর্মেরই বইছে ঝড়,
ওদের বেলায় দালান কোঠা আমার চালে নেইকো খড়।
তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়া মিছেই শুধু অপমান
পেটের ক্ষুধার বদলা বুঝি হুর-পরীদের মিষ্টি গান ॥

[৬৭]

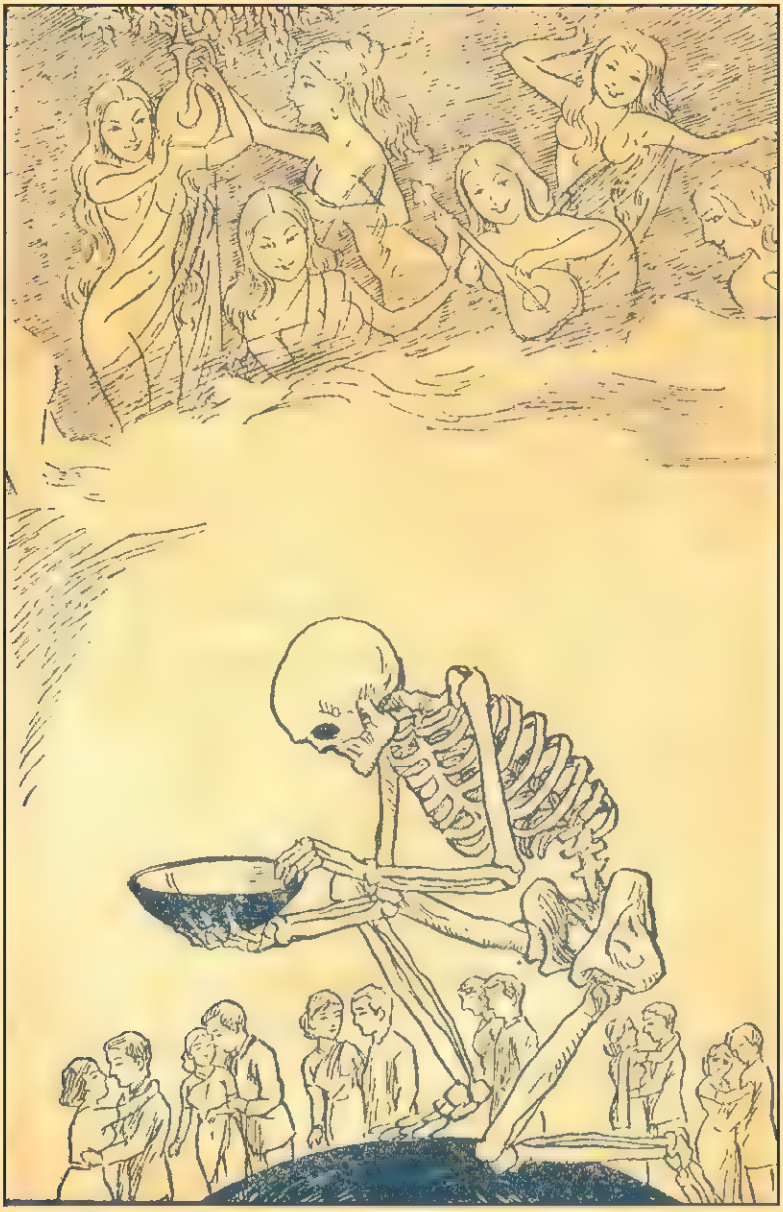

স্বপন-মুখর মধুর রাতে যেদিন তোমায় দেখেছিনু
তোমার রূপের আগুন খেলায় হৃদয় আমার সঁপে দিনু।
সেদিন থেকেই এমনি দশা হাতের মালা রইলো হাতে
কেমন করে দিইগো তারে অন্য কোন ছবির পাতে ॥

[৬৮]

বিদায় কালের সেই মালাটি খুলে রেখে দিও পিয়া;
তখন তারে পোরো যখন ভোরের বায়ে জাগবে হিয়া।
শওক যদি নাইই জাগে ফেলে রেখো সংগোপনে;
শিউলি-তলায় সকাল বেলায় কুড়িয়ে নেবো ঠিক যতনে ।।

[৬৯]

ত্বরা করি' দাওগো সখি দাওগো আমার পান-পিয়ালা;
ইস্রাফিলের শিঙা বুঝি বাজবে এখন এই নিরালা।
ক্ষণিকের এই স্বপন-মায়ায় বুকের মাঝে এই যে কাঁপা;
সব বুঝি গো বেফাঁস হবে রইবে না আজ কিছুই চাপা ॥

[৭০]

আর কতকাল বাঁচবো সখি জিন্দেগীতো ফুরিয়ে যায়
কোলজেতে মোর ঘুণ ধরেছে বাইরে শুধু কামিজ গায়।
এই যদি গো প্রেমের খেলা খেলতে আমার নেকো সখ
অনুতাপে বুকের পাঁজর ভাঙবে বুঝি মরণ তক্ ।।

[৭১]

প্রিয়া যদি মিছেই তুমি প্রেমের তোমার এই ধরণ
কেন মিছে-বাঁধলে আমায় ভেলকী বাজীর কাল-মরণ।
দাওগো সাকী শারাব দাও নিলাম বুঝে প্রেমের ধারা
জীবনে মোর শারাব খাঁটি বাকী সবই মায়ার কারা ॥

[৭২]

বাজাও সখি বাজাও তবে চিত্ত দোলার মারণ-বীণ
রূপ-কুমারীর রূপের মায়া বুঝবে শুধুই আরেফীন।
কেইবা বলে হারাম তারে সে কথা আজ থাক চাপা
চিত্ত বিকাশ রুখতে বলা ধর্ম সে কি নিকতি মাপা ॥

[৭৩]

লায়লী তুমি পর্দা খোলো মজনু কাঁদে রূপ-কাতর
মজনু যদি বাঁচে আজি মিলবে শেষে জান্নাত তোর।
খোদা যে তোর রূপের পূজায় রূপের পুতুল করে সৃজন
রূপের মাঝেই আলো দেখি অন্ধকারেই পাপ-মগন ॥

[৭৪]

স্বর্গ তো ভাই রূপেই ভরা অতৃপ্তি নাই যেথায় কভু,
নরক মাঝেই হা-হুতাশা শয়তান সেথা এক প্রভু।
মনের বিকাশ রূপের পূজায় একথা ভাই জেনো ঠিক,
ভোগের আশাই পাপ যে বড় লুপ্ত সেথায় আত্ম-দীপ ॥

[৭৫]

প্রিয়া তুমি আবার হাসো মরণ যদি হয়ই হোক
তোমার হাসির স্বপ্ন যে গো বুকের মাঝে জাগায় শোক।
হাসির রেখায় প্রেমের দেখা পাইগো আমি বুকের মাঝে
হাসি যেথায় নেইকো সেথায় ব্যর্থতারই স্বপ্ন জাগে ॥

[৭৬]

তোমার পিছে ঘুরনু কত কুত্তার মত অলি গলি
আমার পানে চাইলে যখন ভাবনু তারে প্রেমের কলি।
চিত্ত আমার ছুটলো তখন তোমার বুকের মাঝখানেতে
এমনি সময় পালিয়ে গেলে অন্ধকারে কোন ঘরেতে ॥

[৭৭]

ঘরের বাহির হইনু যখন তোমার চোখের ইশারায়
ভালমন্দ জ্ঞান ছিল না ভুলে ছিনু আমি আমায়।
মরীচিকার পিছে পিছে ছুটনু দারুণ পিপাসায়
দুষ্ট হাসি হাসলে তখন মরুভূমির মাঝ দরিয়ায়॥

[৭৮]

আমার পানে চাইতিস যদি ধন্য হতো জীবন তোর
চলবি যদি বক্র পথে কাটবে নারে মোহ-ডোর।
আজ যে তুমি মুখ ঘুরিয়ে ক'রলে আমায় অপমান
কালকে সখি বুঝবে তুমি ব্যথার কেমন করুণ গান ॥

[৭৯]

একশ উনষাট

দিবি যদি দুঃখরে তুই দিয়েই চল বেদরদী
কইবো নাকো একটি কথা সইবার তাকত্ থাকে যদি।
দুঃখও তো সুখের হ'তো মিছেই আমার মিলন-সাধ
দুঃখের মাঝেই মিলবে আরাম নেইকো যাতে অবসাদ ॥

[৮০]

প্রিয়া আমার বিদায় নিলে সেই যে রাতের শেষ খেয়ায়
পেচক পাখী উঠলো গেয়ে মনের কোণে কোন ব্যথায়।
জানতো কেবা এমনি ক'রে তোমার যাওয়া জনম তরে
বিদায়-চুমু দিয়েই দিতাম বাসনা মোর উজাড় ক'রে ।।

[৮১]

সুন্দরী গো বাজিয়ে গেলে বেদন-বীণা কোন তানে
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো ফুটে তোমার ছবি মোর গানে।
সুখের দিনে তোমার সাথে পিরীত করা স্মৃতির তাজ
আজ যে সখি বিদায় দিনে আমার বুকে হানছে বাজ ॥

[৮২]

মুহূর্ত্তের এই বিচ্ছেদ মাঝে হাজার বছর হ'লো গত
তোমার দেখা মিললো না হায় খুঁজেই মরি অবিরত।
একলা কাটাই ঘরের মাঝে ব্যথায় কাতর মোর আনন
আসবে তুমি পেয়ালা হাতে দেখছি শুধু সেই স্বপন ॥

[৮৩]

আসি ব'লে গেছে খিজির তিনশো বছর গেলো ধীরে
তুমিও তো কম গেলে না আজ যে আমি গোরের তীরে।
পিয়ালা ভরি' তোমার আশে ছিলাম ব'সে বিজন ঘরে
ধরম কাজ তো হয়নি কিছুই ফিরছি আজি শূন্য করে ।।

[৮৪]

এসব তোমার মিছে কথা মিথ্যা আমার ললাট লেখা
মিছেই তোমার আশার বাণী—মরণ-পারে দেবে দেখা ।
এই জনমে লুকোচুরি ওই জনমে মিলন-আশ
এতেই আমার বেড়ে গেল জনম ভরা হা-হুতাশ ।।

[৮৫]

স্বপ্ন হ'য়ে আমার পাশে ঘুরছো তুমি সর্বদাই
সত্তর হাজার পর্দ্দা তবু তোমার কাছে পেলো ঠাঁই।
তোমার রূপে পাগল হ'লো বাদশা ফকির-অ'লিদল
আমি তো ছাই কুত্তার মত দিনু খুলে মনের কল ॥

[৮৬]

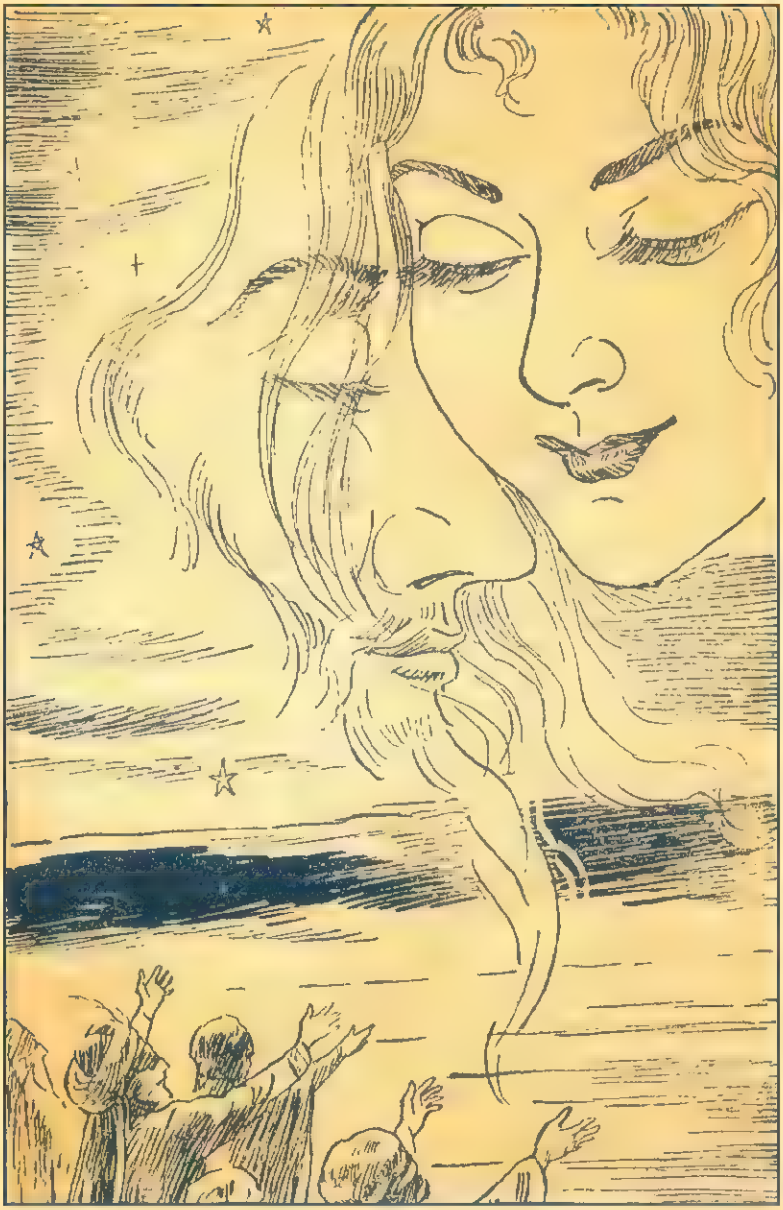

একশ তিহাত্তর

কালকের কথা ভাবছো সখি থাকবে কিনা শারাব-জাম
মিলবে কিনা লাল পিয়ালা গোরের মাঝে ঘুম আরাম !
হুর-পরীদের ভিড়ের মাঝে রইবে কিনা আমার মনে
ভিড়বো কিনা আমি আবার নতুন কোনো হুরীর সনে !!

[৮৭]

দিব্যি দিনু এই মাথার এমনি কভু হবার নয়।
হুর-পরীদের সাথে আমি খেলবো খেলা ছলনাময়।
আমার বুকের সবখানিতে তোমার প্রেম বিরাজমান
শিরার প্রতি রক্ত-কণা সেই প্রভাবে গাইছে গান ॥

[৮৮]

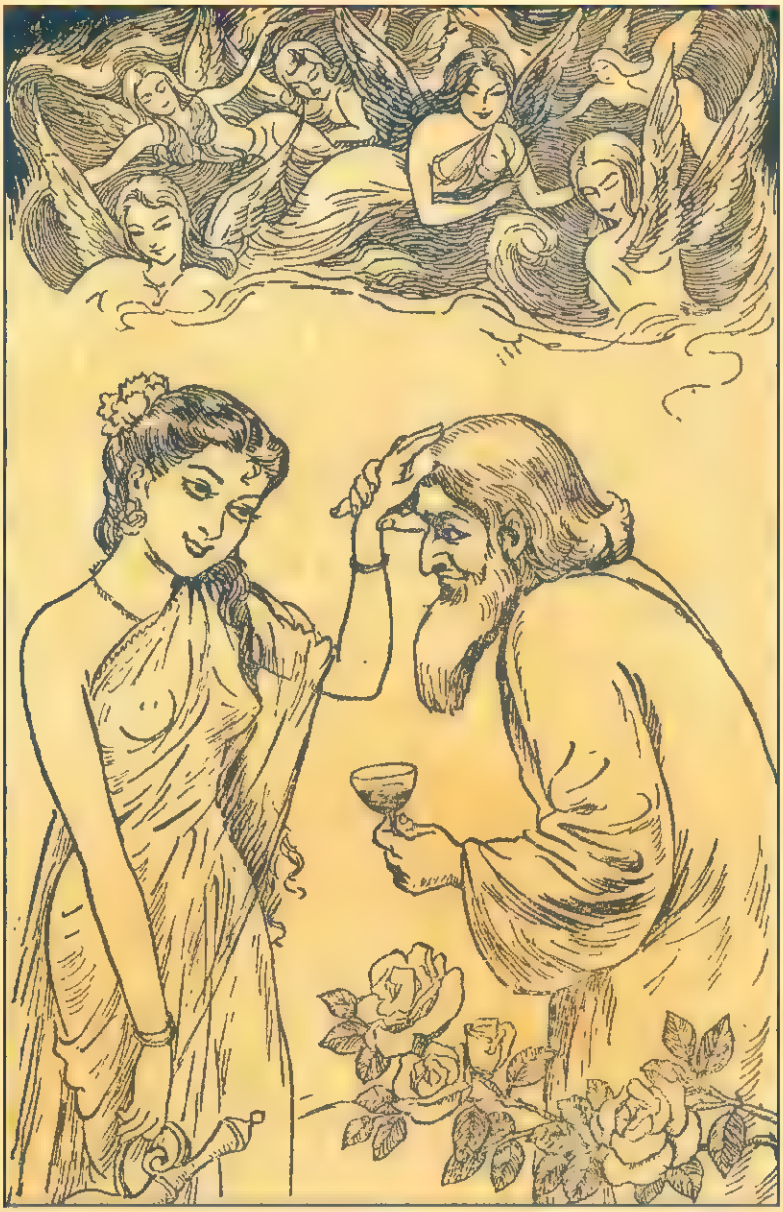

এমনি মধুর জিন্দেগী মোর করনু মাটি বিদায়-সাঁঝে,
নাইবা পেলাম তোমায় আমি রইবে আমার হৃদয় মাঝে।
মাথার কাপড় পড়বে খসি এটুক জানি সুনিশ্চিত,
অনুতাপে কাঁদবে যখন হবেই হবে আমার জিত ॥

[৮৯]

এই যদি তোর ছিল মনে ঠকাবি তুই শেষ কালে,
মিলবেনা তোর তিলেক দেখা মরবো যখন নিঠুর হালে।
লেখাই যদি ছিল আমার অদৃষ্টে সব খোঁজ খবর,
মিছেই কেন দেখালি হায় শারাবের ওই শুভ্র নহর ॥

[৯০]

অদৃষ্ট তো তোমার গড়া আমার ওপর দরদ দিয়ে
মিছেই তবে যেতে হ'লো অভিশাপের পাপটি নিয়ে।
তোমার হাতেই ছিল আবার রদবদলের তাকতটুক
বন্ধুর বেলায় চুপটি ক'রে রইলে ব'সে আরাম সুখ ।।

[৯১]

এরই মাঝে তোমার চোখে নামলো যদি ঘুম পাথার
জীবন ভ'রে খুঁজনু যত তোমার তরে স্বপন বৃথার।
অন্ধকারেই ঘরের মাঝে রইনু বসে সারা রাতি
দেখনু শুধু শূন্য শয্যা জ্বললো যখন ভোরের বাতি ॥

[৯২]

ওই যে তোমার মুচকী হাসি টেনে নেওয়া শাড়ীর কোণ
ওতেই আমি মজনু হ'লেম ঘুরে বেড়াই পাগল মন।
আর ত আমি সইতে নারি তীব্র তব অভিমান
তার চাইতে কতল কর দিয়ে তোমার নয়ন-বাণ ॥

[৯৩]

গোলাপ ফুলের পাপড়ি সম ওই যে তোমার রঙীন মুখ
কেমন ক'রে ভুলবো আমি বাজছে প্রাণে মরণ-দুখ।
একটি রাতের স্বপন-মায়ায় তোমার তনুর হিম পরশ
বাজবে প্রাণে অমর হ'য়ে মধুর বেদন মলিন হরষ ॥

[৯৪]

পড়ছে মনে বলেছিলে আসবে তুমি সময় কালে
ভুললে তুমি সেই কথাটি দুদিনের এই মায়াজালে।
জানতেম যদি এমনি করে ভুলবে তুমি হায় কপাল।
কুঞ্জীটিরে লাগিয়ে দিতাম বন্দী করে অসীমকাল ॥

[৯৫]

লায়লী আমার কেঁদেই সারা বন্দী হ'য়ে কারাগারে
মজনু বেটা প্রেমের জ্বালায় আছড়ে পড়ে তারই দ্বারে।
অপরাধটা কার যে বেশী সে কথা আজ অকারণ
জ্বলছে এদিক বহ্নি-শিখা মরবি এখন কাল-মরণ ॥

[৯৬]

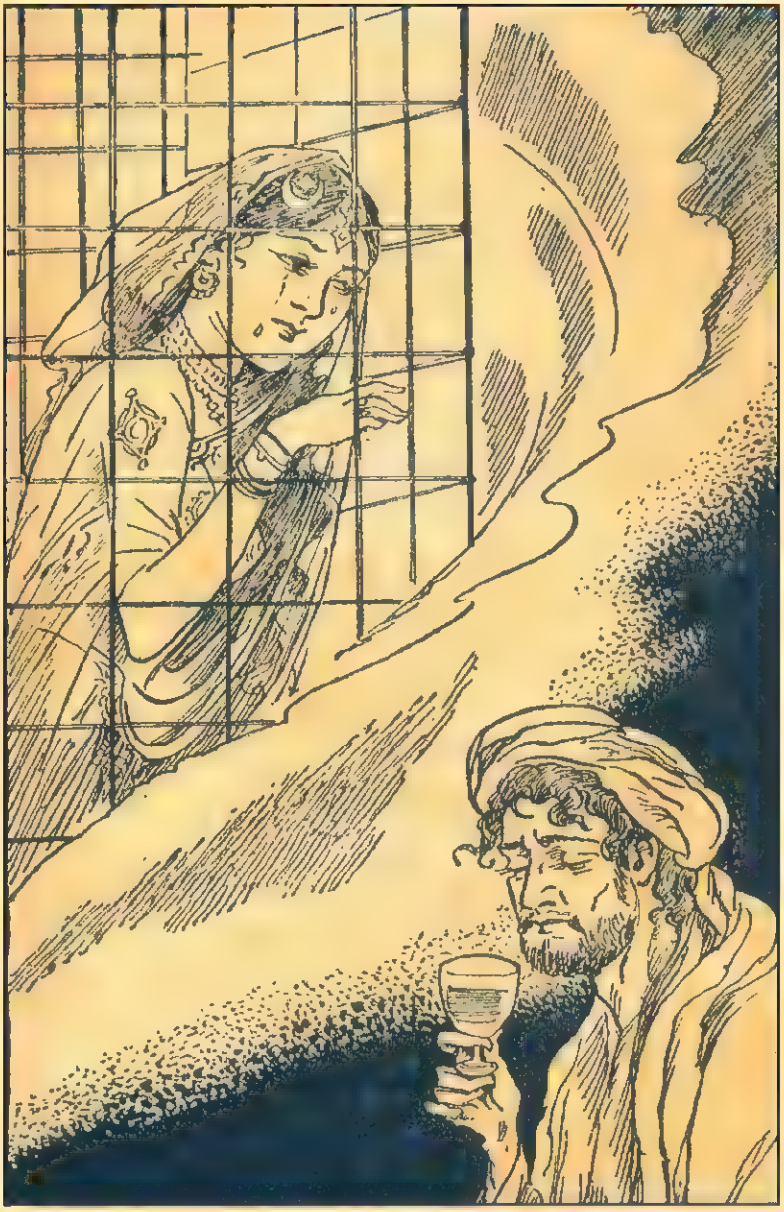

একশ তিরানব্বই

দিগ-বলাকার গোধুলিতে হাসি তারই মিলিয়ে যায়
আমার বুকের আঙিনাতে কেইবা আসে নূপুর পায়।
নদীর ধারে বটের পাতায় কারই ছবি রইছে আঁকা
তবু তারে পাই না দেখা চলছে বড় আঁকাবাঁকা ॥

[৯৭]

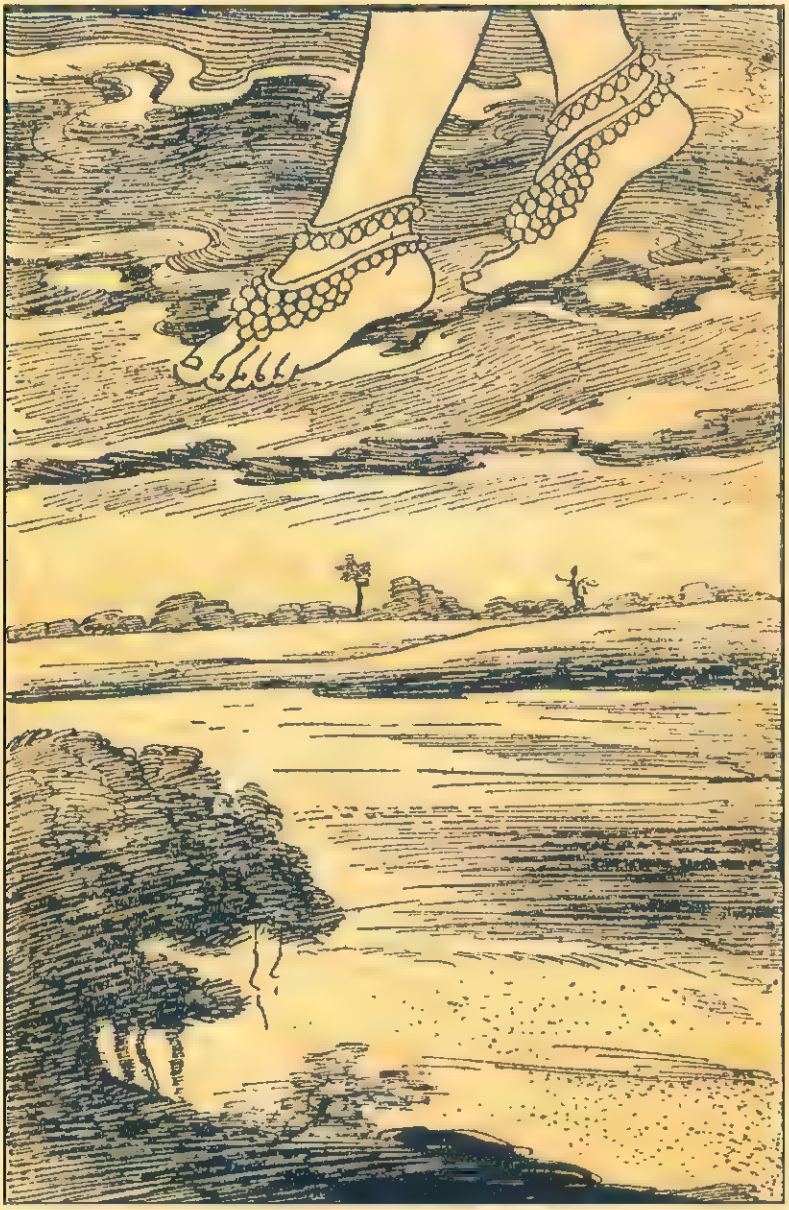

দুপুর রাতে স্বপন দেখি ভাসছি যেন সাগর-বুকে
ক্ষুদ্র আমার তরীখানা, সাথে ঘুমায় প্রিয়া সুখে।
পাশেই ছিল সুরার পাত্র মনে ছিল ফূর্তি ঢের
হঠাৎ একটা ঝাপটা এসে ডুবিয়ে গেল গ্রহের ফের ।।

[৯৮]

বেশরমের মত আমি ঘুরে বেড়াই সব দুয়ার
কেউবা দেয় গালাগালি কেউবা দেয় ভীষণ মার।
ভেবেছিনু চলেই যাব যেথায় যাবে দুই নয়ন
ঘুরে ফিরেই আবার আসি এমন মধুর প্রলোভন ॥

[৯৯]

একশ নিরানব্বই

অন্দরে মোর কেইবা ডাকে বাইরে না পাই সাড়া তার
রূপের স্মৃতি মনেই জাগে কায়ার মাঝে সব অসার।
বাহির পানে যতই ছুটি অন্দরটারে যাই ভুলে
হরিণীর ওই নাভি সম প্রেমও যে মনের কূলে ॥

[১০০]

আমায় যখন হারিয়ে ফেলি দিগন্তের ওই নীলিমায়
অমনি তখন জড়িয়ে ধরে প্রিয়ার বাহু শূন্যতায়।
ব্যগ্র মনের সব কামনা আপন মাঝে লুপ্ত প্রায়
মনছুরের ওই দীপ্ত বাণী শুনি গোপন প্রাণ-বীণায় ।।

[১০১]

আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যাকাশের কাজল ছায়
সুরের মায়া স্বপন-দেশে জ্বালায় আলো রূপের গায়।
বাস্তবতার পাই যে দেখা অবাস্তবের এই কিনারে
তওহিদেরই আজান ধ্বনি শুনি কাবার সেই মিনারে ॥

[১০২]

বুদ্ধি তখন কচি ছিল মনে ছিল কতই সাধ
যৌবনে তাই করনু আমি প্রেমের সাথে এই বিবাদ।
বিবাদেরই শেষ কি হবে সেতো আমার সব জানা
ভিটে বাড়ী কিছু আমার থাকবে না যে এক আনা।

[১০৩]

যাত্রাটা বেশ ছিল ভাই মাঝখানেতে সব বিপদ
ওলট পালট সবই হলো পথ ভুলিনু হায় আপদ।
গোলক ধাঁধাঁর মাঝেই যদি এমনতরো পথ হারাই
কিফল হবে বুঝছো সখি, আধেক পথে ঘুমিয়ে যাই !!

[১০৪]

জীবন ধ'রে কাহার তরে রইনু জেগে রাত্রিদিন
একটি নজর দেখার আশে হ'লো আমার দেহ ক্ষীণ।
কেমনতরো সুন্দরী সে দেখতে যদি পেতে তুমি
মরণ তোমার সুখের হতো বারেক তাহার চরণ চুমি ॥

[১০৫]

দুইশ এগারো

জীবন-কালে মিললো না যে মরণ-কালে তারই আশ
চিত্ত আমার রিক্ত হলো এমন করেই সর্ব্বনাশ।
জীবন ব্যাপী করনু যাহা সবই মিছে বিষম ফাঁকি
ঋণের খাতায় সবই গেল রইলো না যে কিছুই বাকী !!

[১০৬]

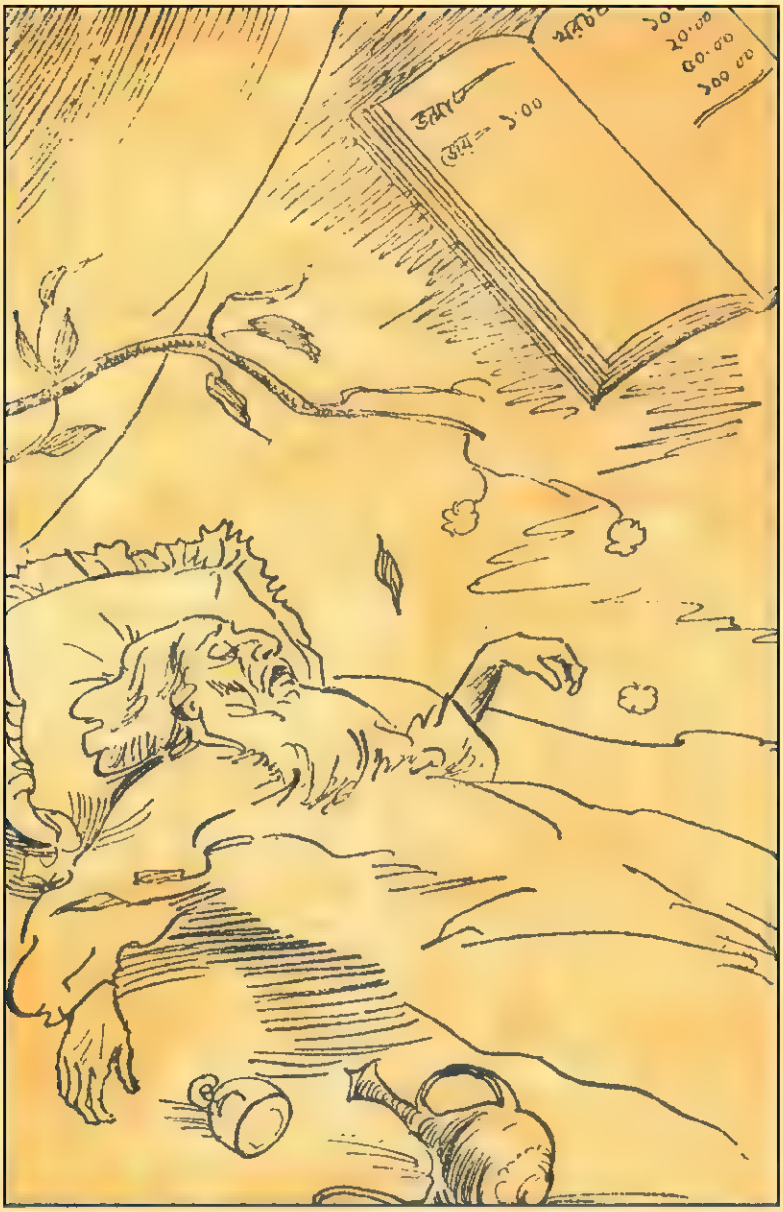
১০
২০·০০
৫০·০০
১০০·০০
ভারত
মূল্য— ১·০০

মজনু মিয়ার লায়লী নাকি কবর মাঝে রইলো হায়
আমার পিয়ার রঙীন মুখটি রইলো মিশে পথ-ধূলায়।
সেই ধূলাতে প'ড়লো যখন আমার চোখের একটু পানি
গোলাপ হ'য়ে উঠলো ফুটে আরব-রাজের বাগে জানি ॥

[১০৭]

দুইশ পনরো

কিসের তরে জীবনটাযে কিসেই বা এর সার্থকতা
এই কথাটিই বুঝতে নারি কাটেনা মোর ব্যাকুলতা।
কেন আসা, কেন যাওয়া, কেনইবা ফের কাঁদা-হাসা
কেমন ক'রে জন্ম নিলেম—নাপাক জলে ভেসে আসা ॥

[১০৮]

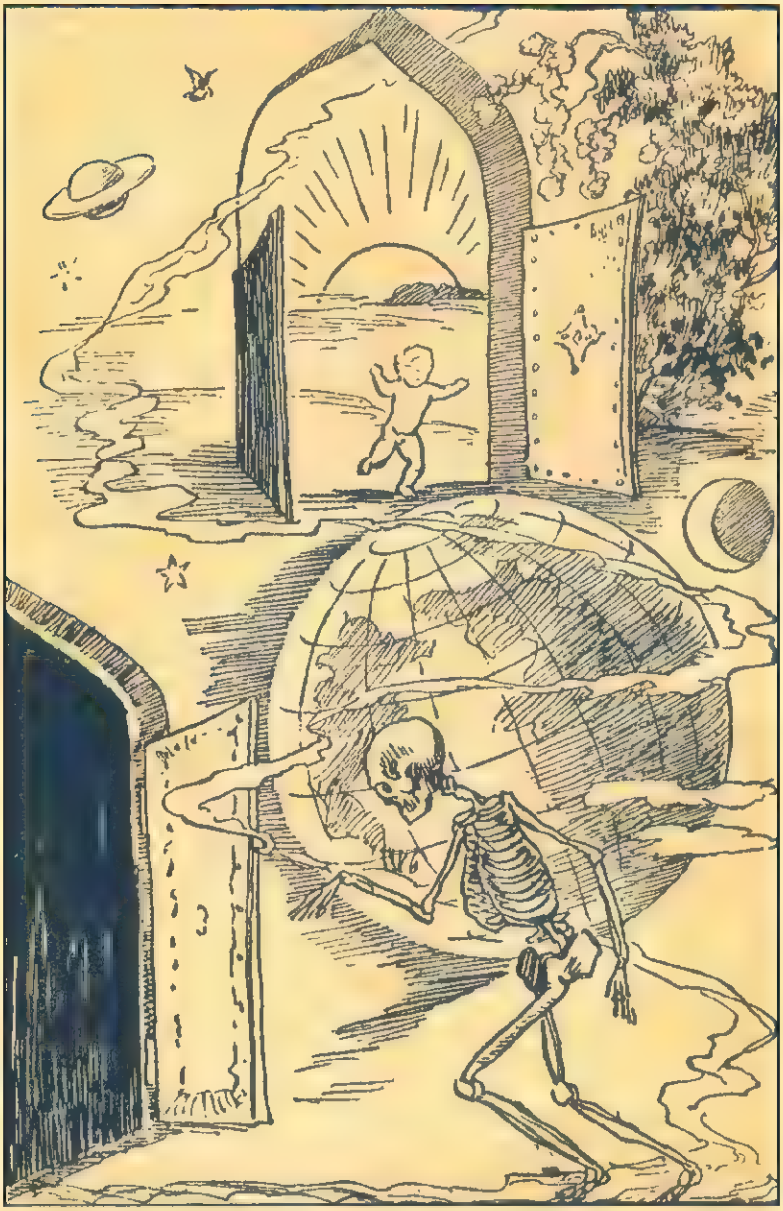

দুইশ সতেরো

ভোরের তারা দেখি যখন মনে পড়ে প্রিয়া-স্মৃতি
তার কপালে কাজল টিপটি জাগায় মনে স্নিগ্ধ প্রীতি।
সুরমা আঁকা ভুরুর মাঝে স্বর্ণ-কাজল টিপটি তার
একটি তারাব পাশে যেন দুই দিকে দুই জুলফিকার ॥

[১০৯]

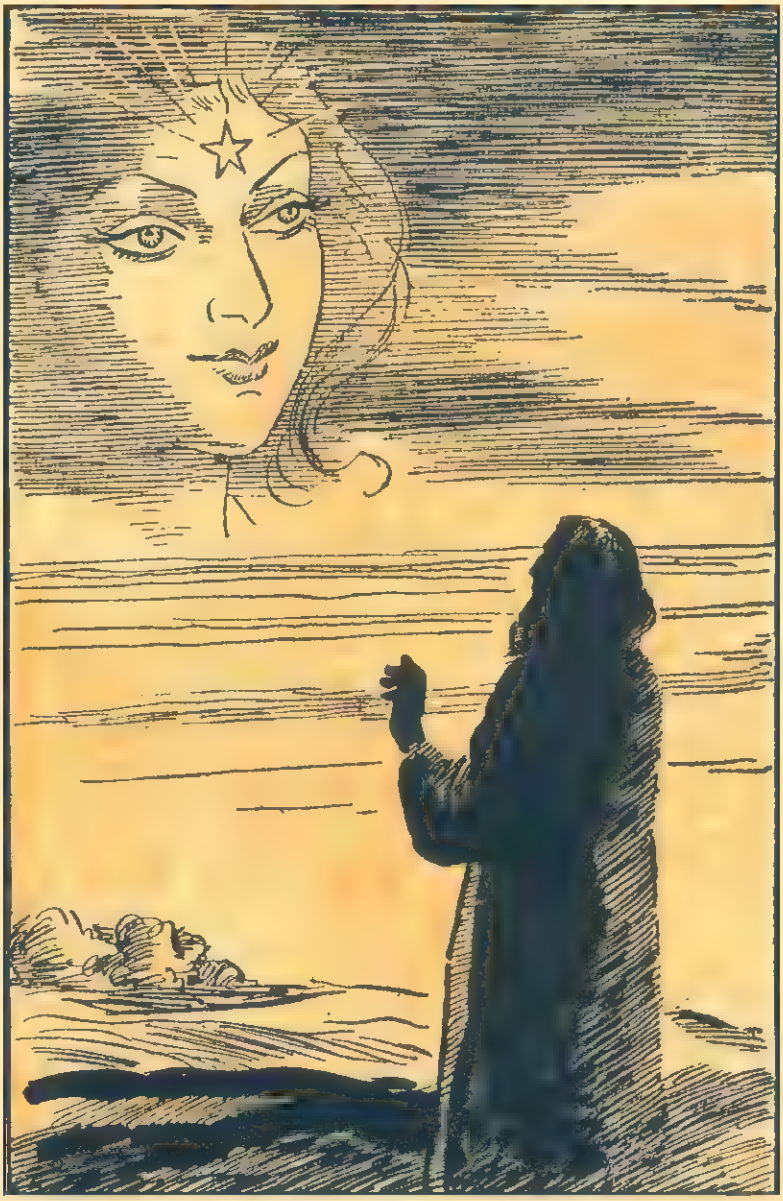

দুইশ উনিশ

স্বপনচারী এই মুছাফির ম'রছে ঘুরে দিগ্বিদিক
দিন রজনী এক হ'য়েছে নেইকো তার কিছুই ঠিক।
বুকের মাঝের পাঁজরাগুলি হা-হুতাশে ভাঙছে যেন
শীর্ণ দেহ দীর্ণ হ'লো আরও মিছে আশা কেন ॥

[১১০]

দুইশ একুশ

হায় মুছাফির পথের মাঝে মিছেই কেন বাঁধলি বাসা
ভাবনাতে তুই ক'রলি মাটি এমনি মধুর জীবন খাসা।
চ'লতে হবে হবেই তোমায় ভাবছো কেন আনমনে
একটু দূরেই সরাইখানা মিলবে তুমি সাকীর সনে।।

[১১১]

দুইশ তেইশ

রূপের নেশায় হ'লেম পাগল চক্ষু হ'লো কোটরগত
একটির পর আরেকটি যে বেড়েই গেল বুকের ক্ষত।
এর চাইতে ভীষণ আজাব আর কি আছে নেই জানা
ধরার যত সুন্দরী সব আমার তরে হ'লো মানা ॥

[১১২]

প্রেমের ব্যাধি ধ'রলো যেদিন রক্ত-শোষা বাদুড় মত
শুকিয়ে গেল দেহটি মোর হৃদয় খানা ব্যথায় ক্ষত।
ডাক্তার বদ্যি সবাই যখন ছেড়ে দিল আশাই মোর
চারদিকেতেই বদনাম হ'লো ভীষণ আমি শারাবখোর ।।

[১১৩]

প্রেমটা যে কেমন ব্যাধি মেলেনিকো সংজ্ঞা তার
ক্ষয় রোগেরই বীজের মত আস্তে আস্তে হয় বিস্তার।
ভোগ বিলাসী পুত্র আমার আজই তুমি হও হুশিয়ার
সব বিমারীর ওষুধ আছে নেইকো শুধু এ ব্যামোটার ॥

[১১৪]

দুইশ উনত্রিশ

কেগো তুমি বাজাও বাঁশী ওপারের ওই তরু-মূলে
সুরের মায়ায় যাই হারিয়ে প্রাণের আকুল ছন্দে দুলে।
নদীর বুকে উঠছে জোয়ার ঢেউ ছুটেছে মিলন লাগি,
তীরের বুকে আছড়ে পড়ি' জানায় ব্যথা মুক্তি মাগি' ॥

[১১৫]

দুইশ একত্রিশ

ভোর না হ'তে ডাক দিলে হায় পাষাণ পরাণ বন্ধু মোর
নিয়তির এই কঠোর বিধান মুছবে কি মোর অশ্রু-লোর।
এসেছিলাম যে দিন আমি নওজোয়ানির কুঞ্জবনে
ব্যথার কাঁটা বিধবে বুকে ভাবিনিতো মোটেই মনে ॥

[১১৬]

দুইশ তেত্রিশ

ভোরের হাওয়া পৌঁছে দিও মোর বারতা পিয়ার কানে
প্রেমের স্মৃতি বুকের মাঝে জাগে ব্যাথার গানে গানে।
বেদিল পিয়ার নিঠুর আঘাত মরম তানে বাজছে মম
বীণার তারের তালে তালে জ্বলছে আগুন প্রলয় সম ।।

[১১৭]

জীবন আমার শূন্য হ'লো ফুরিয়ে গেল শারাব-জাম
প্রিয়ার দেহ লুটিয়ে গেল ধুলির পরে অমর ধাম।
উদাস হাওয়া বইছে আনি' বিজন বনের করুণ গান
বুকের মাঝে বেদন-বাঁশী গাইছে বুঝি প্রলয়-তান ।।

[১১৮]

দুইশ সাইত্রিশ

রাত্রি-শেষের ঘুমের ঘোরে শুননু আমি কার আওয়াজ,
প্রিয়া সেতো চলেই গেছে স্মৃতির দুয়ার রুদ্ধ আজ।
অকারণেই জ্বালনু বাতি বাইরে এলাম ঘাসের বনে
চাঁদের আলো আমায় দেখে ব্যথার হাসি হাসলো মনে ॥

[১১৯]

দুইশ উনচল্লিশ

এমনি ক'রে ঝড়ের রাতে ভাঙলো যবে ঘুমের ঘোর
ছিটকে গেলাম কোথায় আমি কোথায় গেল প্রিয়া মোর।
আমার সুখে হিংসা এত ছিল যদি কারো মনে
মিছেই তবে বন্ধু ব'লে মিলতে এলো আমার সনে ॥

[১২০]

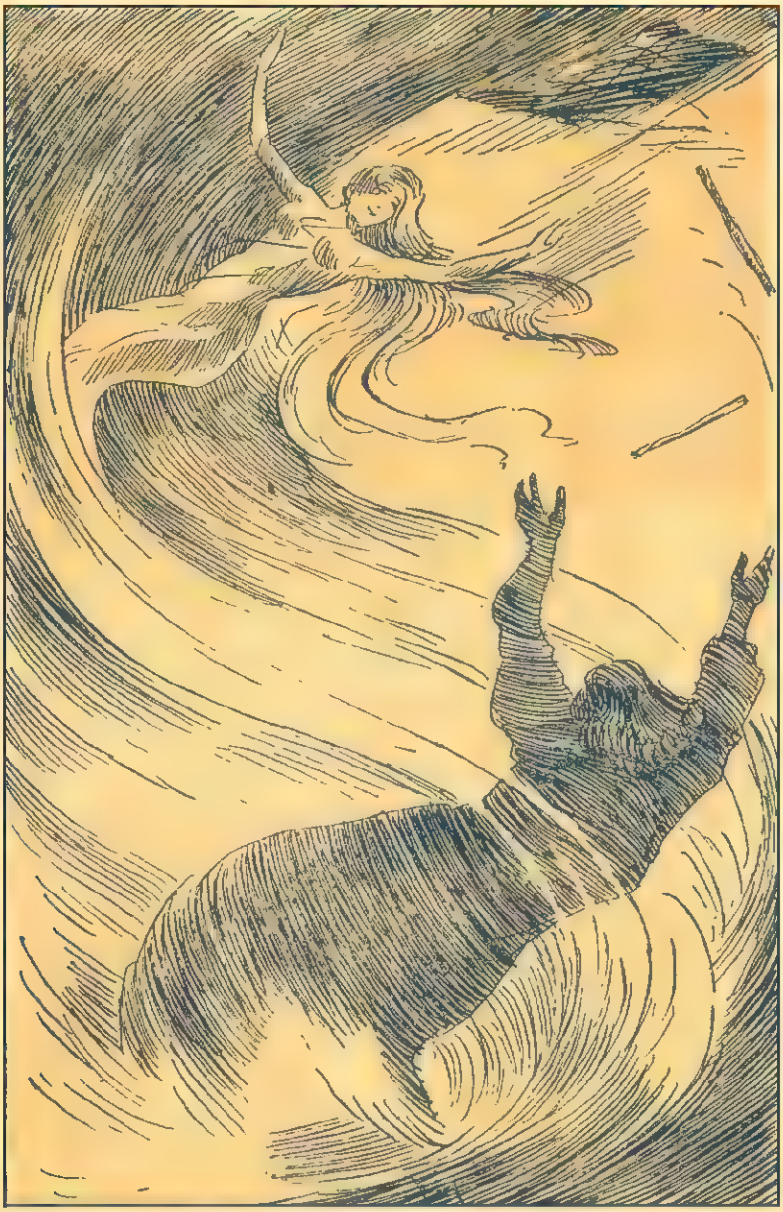

মাঝ দরিয়ার মরণ-পথে কেমন ক'রে এলাম হায়
মিলবে নাকি সাথী আমার নিয়ে যেতে কিনার গায়।
ভাগ্যের রাজা রইছো যদি সৃষ্টি-বুকের অন্তরালে
আমায় কেন মারবে তুমি ফেলে এমন মারণ-জালে ॥

[(১২১]

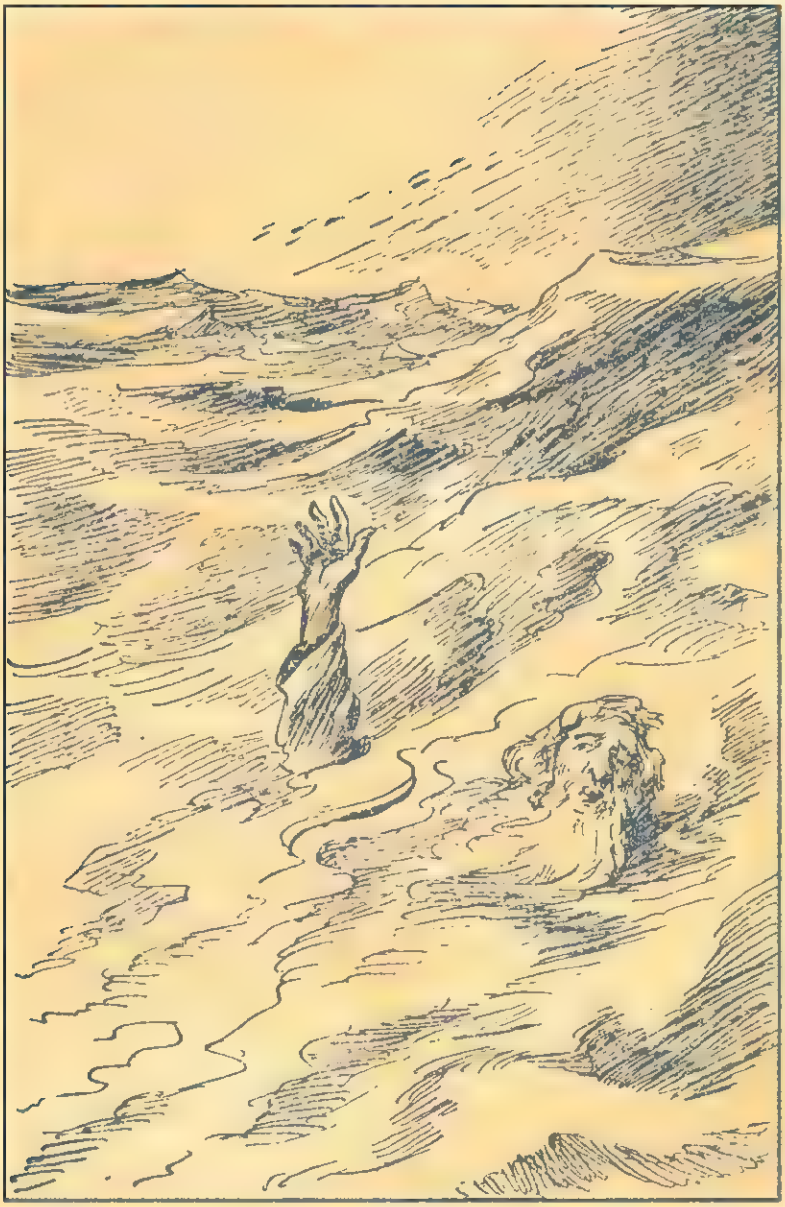

দুইশ তেতাল্লিশ

ভাগ্যের সাথে লড়াই করা বিষম ফাঁকি প্রলয় ঘোর
এমনি করে হ'লো সুরু জিন্দেগানীর প্রভাত মোর।
যেদিন থেকে বুদ্ধির সাথে পেয়েছিলাম পরিচয়
মোর জীবনের ভাঙা-গড়া চলছে যেন আবেশময়॥

[১২২]

পাপের কথা গোপন করি' রেখে দিনু সযতনে ;
আমার চলা পাপের পথে চ'লবে না কেউ অচেতনে।
পুণ্য-পথে চ'লতে আমার ছিল নাকো মোটেই আশ ;
যেটুক ভাই করনু তাহা হ'য়ে গেল অমনি ফাঁস ।।

[১২৩]

দুইশ সাতচল্লিশ

আশা ভরসা নেইকো মোর তাই ভেসেছি আঁখি-জলে ;
ডোবেই যদি তরী আমার ডুবিয়ে দাও অতল তলে।
স্বপন-মধুর জীবন আমার মিশিয়ে দাও শূন্যতায় ;
ধরার মানুষ কাঁদুক শুধু আকুল ব্যথার মূর্চ্ছনায় ॥

[১২৪]

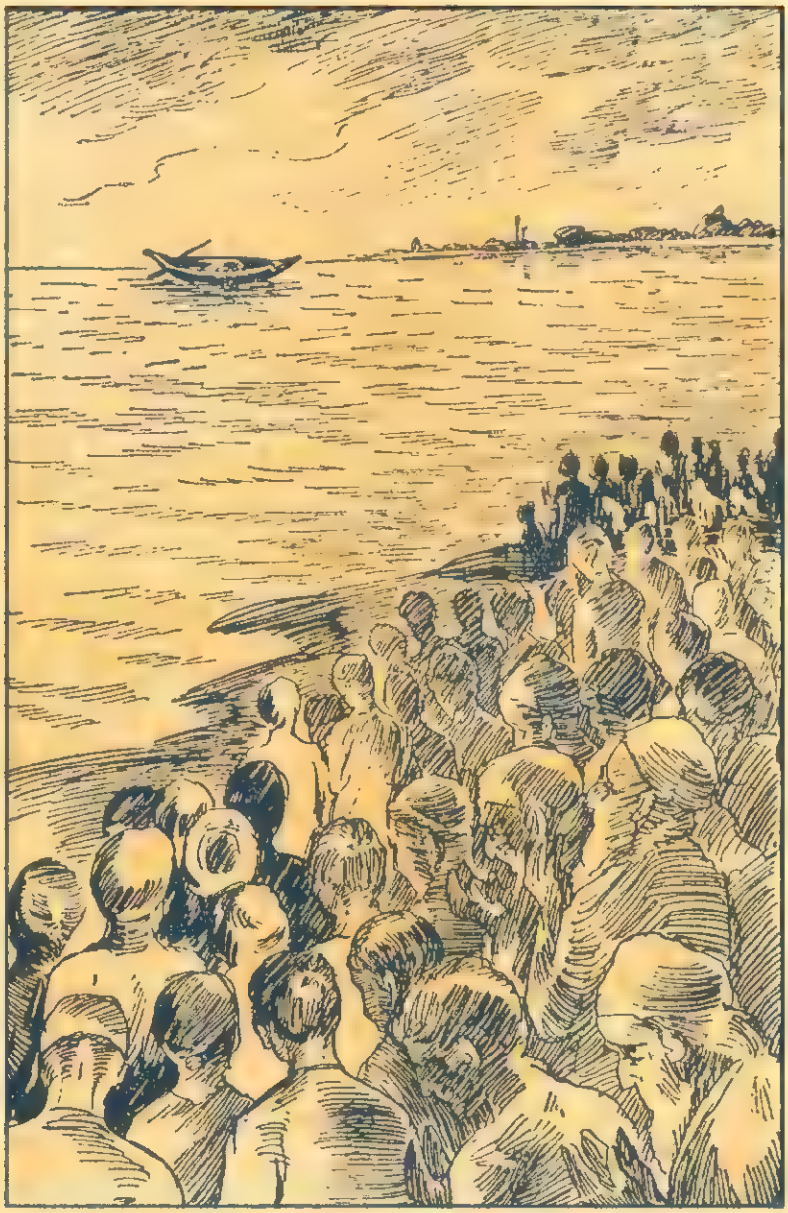

দুইশ উনপঞ্চাশ

জিন্দেগী মোর তোরই হাতে আমার কিছুই নাইরে আর ;
লুকোচুরির এইযে খেলা জানতো কেবা এমনি অসার ।
নিরাশার এই বাণী আমার গাইতে হ'লো জীবন-সাঁঝে ;
রহমত তোর ফুরিয়ে গেল আমার পরে এরই মাঝে !!

[১২৫]

দুইশ একান্ন

অনুতাপে কাঁদিস না তুই ম'রবি যে রে পথের মাঝে ;
করবি যা তুই জলদি কর গোধূলির এই জীবন-সাঁঝে।
পূণ্য-পাপের ভাবনা মিছে খুশী রাখো পরাণটীরে ;
'জান্নাত' তো ভাই খুশীর পুরী শারাবেরই নহর-তীরে ।।

[১২৬]

দুইশ তিপ্পান্ন

এই কিরে তোর খোদার আদেশ—রিক্ত করা আপনারে।
খোদার এমন ফুল-বাগিচা দিবি তবে আর কাহারে ?
হাসিভরা জিন্দেগী মোর তাজা রাখে আত্মাটীরে ;
ব্যর্থতারই হা-হুতাশে কেঁদো না ভাই নদী-তীরে ॥
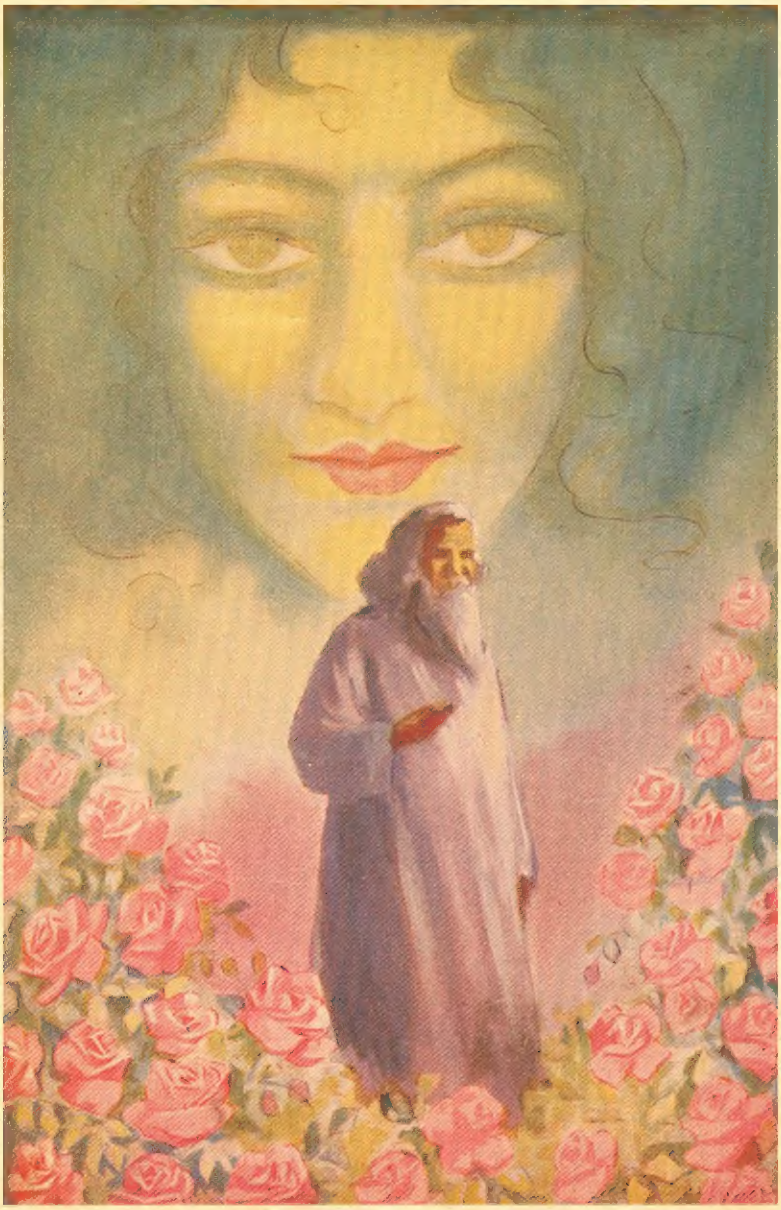
[১২৭]